Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

291
11/11 2/228
1·5
11/11
PRESENTED
LIBRARY
No. 291 11/11 9/103
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সাধকের কথা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/11

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের কথা

11/11

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

PRESENTED

LIBRARY
No. 9/103 11/11
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : শ্রীতারাপদ পাত্র
আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৫৪

মূল্য ১।০

পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে
মুদ্রিত

425—47—1500

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৮/।।
৭/১০৩

লেখকের নিবেদন

এই লেখাগুলি বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল—প্রায় এক যুগের কথা—"প্রবর্ত্তক" পত্রিকার প্রথম পর্ব্বে। তবে আশা করা যায় এতদিন পরেও এক ঐতিহাসিক—কি প্রাগৈতিহাসিক—মূল্য ছাড়া এদের অন্য সার্থকতা কিছু হয়ত অনেকের পক্ষে এখনো রয়েছে। তাই কোন রকম পরিবর্ত্তন না করে যথাপূর্ব্বং পুনর্মুদ্রণ করা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED
LIBRARY No. 11/11
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আদর্শের কথা

আজ আমরা ভাল করিয়া দেখিব বুঝিব চিনিব আমাদের লক্ষ্যটি। আজ আবার বলিব আমাদের জীবনদেবতার কথা। আমরা কোথায়, কি করিতে চলিয়াছি? আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের যে ভাগবত সত্তা আছে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে নিজের ভিতরে উপলব্ধি করিব, নিজের জীবনে প্রকট করিব, তার পর সেই জ্ঞান সেই উপলব্ধি সমস্ত জগতে ছড়াইয়া দিব, প্রতিষ্ঠিত করিব। আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর উপর স্বর্গকে বহিয়া আনা, এবং সেখানে তাহাকে অটুটভাবে ধরিয়া রাখা। পৃথিবীর উপর স্বর্গরাজ্য আনিব, সেইজন্য সে-স্বর্গরাজ্যকে সর্ব্বপ্রথমে আনা দরকার আমাদের ভিতরে। অর্থাৎ আমরা বুঝিব স্বর্গরাজ্য কি, তাহার সাধনা করিব, তাহাকে নিজেদের ভিতরে—ভাবে ও কর্ম্মে অটল অচল করিব এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়া সকল মানুষের মধ্যে জগতের মধ্যে ইহাকে গাঁথিয়া তুলিব, মানুষের কর্ম্মে জগৎব্যাপারে ইহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিব।

এই স্বর্গরাজ্য কি? ইহা হইতেছে দিব্য বা ভাগবত জীবন। জীবনের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা—ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ভগবান হইতেছেন পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ আনন্দ—এই জ্ঞানে, এই শক্তিতে, এই আনন্দেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত, পরিচালিত; এই জ্ঞানের এই শক্তির এই আনন্দেরই মুক্ত রূপ হইতেছে এই যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু দেখিতেছি। এই পূর্ণ জ্ঞান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পূর্ণ শক্তি, এই পূর্ণ আনন্দই আমার অন্তর্যামী দেবতা, আমারই অন্তরাত্মা, আমিই। কিন্তু এ জ্ঞান, এ শক্তি, এ আনন্দ আছে লুকাইয়া আমার ভিতরে, আমার বাহিরে সে শুধু ছায়াটি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—লক্ষ্য উহাদিগকে প্রকট করা, দীপ্ত করিয়া ধরা। জীবন বাহ্যতঃ বর্ত্তমানে হইতেছে খণ্ড জ্ঞান, খণ্ড শক্তি, খণ্ড আনন্দ অর্থাৎ ভুল সত্য, দুর্ব্বলতা সবলতা, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে, খণ্ডকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। শরীর রোগ জরা মৃত্যুর দাস, প্রাণ শ্রান্তি অসামর্থ্যের দাস, হৃদয় ভাবচাঞ্চল্যে দোদুল্যমান, মনবুদ্ধি কল্পনার মায়ামরীচিকার বাদ-বিচারের শুষ্ক জালজঞ্জালে আবদ্ধ। শরীরকে অমৃতময় করিয়া ধরিতে হইবে, প্রাণে অটুট শান্তি অব্যাহত কর্ম্মসামর্থ্য থাকিবে, হৃদয় স্বচ্ছ প্রশান্ত প্রেমে ভরপুর হইবে, মনবুদ্ধি সরল দিব্যদৃষ্টির ক্ষেত্র হইবে; পূর্ণ জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া সব দেখিব সব বুঝিব, পূর্ণ শক্তির প্রেরণায় জীবনের কর্ম্ম করিব, পূর্ণ আনন্দে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিব—ইহাই ভাগবত জীবন। মানবসঙ্ঘের মধ্যে যতই এই ভাব শরীরী হইবে, ভূতলে স্বর্গরাজ্যের প্রসারও ততই বাড়িয়া যাইবে। মানবের ব্যষ্টিগত জীবনে এই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহাকে তাহার সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, নতুবা তাহা পূর্ণ হইবে না—সমষ্টিগত জীবনে, অর্থাৎ পরস্পরের সকল রকম আদান-প্রদানে, সামাজিক জীবনে—শুধু তাহাই নয়, সমাজের সহিত সমাজের, জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের সম্বন্ধেও ইহাকেই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

লক্ষ্য ত এই, কিন্তু উপায়? উপায় হইতেছে যোগসাধনা। এই যোগসাধনার কথা এখানে বিশেষ কিছু বলিব না। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায় যাহাই হউক, সে উপায়ের সার্থকতার জন্য আগে যাহা দরকার সেই জিনিষটির কথাই আজ বলিব। লক্ষ্য দেখিলাম, উপায়ও আছে কিন্তু সেজন্য চাই শ্রদ্ধা, অটুট অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা চাই ভগবানে, শ্রদ্ধা চাই ভাগবত জীবনে, শ্রদ্ধা চাই নিজের উপর। এই শ্রদ্ধা থাকিলে সব হইবার আশা থাকে, এই শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না—স্মরণ কর গীতার বাণী, যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ—যাহার যে শ্রদ্ধা সে তাহাই হয়।

ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ তাঁহার এবং তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র নয়—একটা মানসিক বিশ্বাস, আস্তিক্য বুদ্ধি (credo) বা চিত্তের আবেগ নয়। সে রকম ভাব প্রায় সকল মানুষেরই আছে, ঠিক বিপদের বা সম্পদের সময়টিতে তাহা হঠাৎ জাগিয়া উঠে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সাগরবক্ষে ঢেউ-এর মত তেমনি সহজে অবলীলাক্রমে মিলাইয়া যায়। ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ যে-শ্রদ্ধা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে-শ্রদ্ধার ভরে আমরা আমাদের সমস্ত সত্তাখানি দিয়া ভগবানে বিশ্বাস করি তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরি, কোন কিছু না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করি। ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ সেই শ্রদ্ধা যাহা একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর টলে না—চোখে যদিও দেখি আমাদের ভাব আমাদের উদ্দেশ্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া নবজীবন পাইতে চলিয়াছি সে-সব বিফল হইয়া যাইতেছে তবুও সে-শ্রদ্ধা থাকিবে অটুট অচল। অপ্রত্যাশিত সিদ্ধির বিজয়ের সময় যেমন, পরম অসিদ্ধি সম্পূর্ণ পরাজয়ের সময়েও একই ভাবে সেই শ্রদ্ধা অবিকৃত থাকিবে।

তারপর চাই ভাগবত জীবনে শ্রদ্ধা। জীবনের মধ্যে ভগবানকে, পৃথিবীর মৃত্তিকা দিয়া স্বর্গের দেবতাকে গড়া, এ আদর্শকে পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইলে, চাই ইহাতে একনিষ্ঠ হইয়া থাকা। সেই সাধকের মত হইলে চলিবে না, যে বলিয়াছিল ব্রহ্মসাধনার জন্য আমি পাঁচ বৎসর দিলাম, এই পাঁচ বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া পাহাড়ে থাকিব, ইহার মধ্যে যদি ব্রহ্ম মিলে ভাল নতুবা ফিরিয়া আসিয়া সংসার করিব। এ রকম অশ্রদ্ধাভরে, সন্দেহ-দোলায়িত চিত্তে যে আদর্শকে অনুসরণ করে, সে কখন কৃতকার্য্য হইবে না। ভাগবত-জীবনে আমাদের যে বিশ্বাস হয় না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, সে হইতেছে আমাদের পূর্ব্ব শিক্ষা, আমাদের প্রাচীন অভ্যাস, আমাদের, সংস্কার—সেই জিনিষটি যাহা নূতন কিছু দেখিলেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। তাই শ্রদ্ধার জোরে আধারের মধ্যে এই নূতন সংস্কারের বীজ রোপণ করিতে হইবে, নূতন অভ্যাসে নূতন শিক্ষায় তাহাকে সহজ স্বাভাবিক করিয়া আনিতে হইবে। এই শ্রদ্ধার জোরেই জ্ঞান আসিয়া দেখা দিবে, চোখে আঙুল দিয়া নির্দ্দেশ করিবে যে এ আদর্শ ভগবানেরই নূতন সৃষ্টির ইচ্ছা, জগৎকে নূতনরূপে গড়িবার প্রেরণা।

তারপর চাই নিজের উপর শ্রদ্ধা। নিজের শক্তিতে চাই অফুরন্ত আস্থা। মানুষ যে দুর্ব্বল অশক্ত, তাহার কারণ শক্তির উপর অশ্রদ্ধা। আর দুর্ব্বলতার উপর শ্রদ্ধা। মানুষের সামর্থ্য যে এত অল্প তাহার কারণ প্রথমতঃ সে মনে করে এ সামর্থ্যকে বিপুল অসীম করা অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ সে জানে না কি করিয়া সামর্থ্যকে বাড়ান যায়। ফলতঃ জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে যে সরল সত্যটি প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের নিজেদের প্রত্যেকেরই পরিচিত যে অভিজ্ঞা তাহাকে ভুলিয়া যাইতেছি—তাহা এই, অসম্ভবের জন্য চেষ্টা করিলেই তাহা সম্ভব হইয়া আসে। বাস্তবিক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে জগতে যে দুঃখ দৈন্য সেটা মানুষের করা কাজ—সেটি কৃত্রিম জিনিষ, কৃত্রিম কেননা তাহা না থাকিলেও চলে, তাহার অবশ্যম্ভাবিতা কিছু নাই। নিজের শক্তির শ্রদ্ধার উপর একবার দাঁড়াও, দেখিবে তোমার শক্তি কত বাড়িয়া গিয়াছে, পথ কত সহজ হইয়া আসিয়াছে, লক্ষ্যও সুদূরপরাহত নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এই যে নিজের উপর শ্রদ্ধা ইহা আসুরিক অহংকার বা আত্মম্ভরিতা নয়। শ্রদ্ধা জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত—জ্ঞান বলিয়া দিতেছে আমরা সকল জীবই এক, এক মহাশক্তি এক ভগবান এই বিভিন্ন আধারে বাস করিতেছেন—ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং—এবং প্রতি আধার প্রতি কেন্দ্র তাঁহারই পূর্ণতায় পূর্ণ। এই পূর্ণস্য পূর্ণে তাহার প্রকৃত অন্তরাত্মার প্রতি জীব যখন জাগরিত হয় তখন তাহার পক্ষে সবই সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের পত্র

(১)

তুমি লিখিয়াছ যে তুমি সাধারণ মানুষ মাত্র। আমার মত অসাধারণ মানুষ নও। সাধারণ হইতে একটা বড় কিছু হইবে এ দুরাশা তোমার নাই। কারণ তুমি জান যে সে রকম শক্তি বা যোগ্যতার তোমার নিতান্ত অভাব। তাই দশজনেরই মত জীবন তোমাকে কাটাইতে হইবে। আচ্ছা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি: তুমি যে নেহাৎ সাধারণ তাহা তোমাকে কে বলিয়া দিল? কর্ম্মক্ষেত্রে না নামিয়া কোন পরীক্ষা কিছু পার না হইয়া নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দেহ কেমন করিয়া হইলে? তুমি নিজেকে সব জানিয়া ফেলিয়াছ কি? উত্তরে বলিবে "না, কিন্তু নিজের দোষগুলিকে অভাবগুলিকে ত স্পষ্টই দেখিতেছি। এ সব যার আছে সে আবার বড় হইবে কি? বড় হইতে হইলে আগে চাই বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আমার যে সেটুকুও নাই।" কিন্তু আমি দেখিতেছি এই গোড়াতেই নিজের সম্বন্ধে তুমি ভুল বুঝিয়াছ, তোমার নৈরাশ্যের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাই কি লুকাইয়া নাই? আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছ না, তাই তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছ মাত্র। এ ত তুমি নিজের উপর অভিমান করিয়া বসিয়া আছ! কিন্তু এ অভিমান এ নৈরাশ্যটুকু তলাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়াছ কি? নিজের দোষগুলি দেখিতেছ, গুণগুলি কখন দেখিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে নিজের দোষের দিকটাই দেখিও না, গুণের দিকটাও দেখিও। বাস্তবিক পক্ষে তোমার ত অনেক গুণই আমি দেখিতেছি। দোষ আছে, কিন্তু গুণ কি নাই? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কতখানি? বেশ, দেখ কতখানি, আগেই কেন সরাসরি বিচার করিয়া ফেল?

দোষে গুণে মানুষ। দোষের যেমন একটা ভাণ্ডার আছে গুণেরও তেমনি একটা ভাণ্ডার আছে। আমাকে অসাধারণ বল কিন্তু তোমার মত বয়সে আমাকে যদি তুমি দেখিতে তবে নিশ্চয়ই বলিতে "এ এক হতভাগা। এর কিছু হবে না।" আর সকল বড় মানুষ, সকল অসাধারণ পুরুষের জীবন ইতিহাস যদি খুঁজিয়া দেখ তবে দেখিবে কেহ অসাধারণত্ব লইয়া জন্মে নাই। সকলেই তোমার আমার মত দোষে গুণে, আশায় নিরাশায়, আকাঙ্ক্ষা অবসাদে মিশিয়া জন্মিয়াছে। বড় বড় লোকের বাল্যকালের ইতিহাসে যে-সব অসাধারণ কাহিনী বিবৃত দেখিতে পাও, তাহা সবই খোসগল্প বলিয়া আমার বিশ্বাস, বড় হইবার পরে তবে লোকের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে! আগে তাহা কেহ দেখে নাই। তুমি যদি বড় হও তোমার বাল্যকালের কথা সম্বন্ধে ঐ রকম অনেক গল্প বাহির হইবে, নিঃসন্দেহ হইও। বলিতে পার, তবুও সকলেই কিছু বড় হয় না, কয়েকজনের মাত্র একটা সুপ্ত শক্তি বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অথবা ভগবৎপ্রসাদ কিছু থাকে, তাহারই জোরে তাহারা বড় হইয়া উঠিয়াছে। বালি-মাটিতে শিব গড়া যায় না। কিন্তু কে বলিল তোমার একটা সুপ্ত শক্তি নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বা ভগবৎপ্রসাদ কিছুই নাই? কে বলিল তুমি শুধু বালি-মাটি? আমি তাই বলি আগে নিজেকে জান। আর নিজেকে জানার আগে মনে রাখ সেণ্ট পলের কথাটি "I know not what I am"। এই বলিয়া আরম্ভ কর। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আমি সাধারণ না অসাধারণ তাহা জানি না, সে কথা জানা যাইবে সকলের শেষে। তুমি কিরূপ আবার তাহা জানিবার জন্য experiment করিতে আরম্ভ কর। বৈজ্ঞানিকের মত নির্ব্বিকার চিত্তে আপনাকে পরীক্ষা কর, কাটিয়া কাটিয়া দেখ, দোষ দেখ, গুণ দেখ, দোষের নীচে কত দোষ, আবার গুণের নীচে কত গুণ থরে থরে পড়িয়া রহিয়াছে। আর বাস্তবিকপক্ষে যত দোষ তুমি টানিয়া বাহির করিবে, দেখিবে গুণের মাত্রাও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে।

কারণ মানুষ হইতেছে একটা অতলগর্ভ রত্নের আকর। উপরে কেবল বালুকা, প্রস্তর, কর্দ্দম, কয়লা এইরূপ কত স্তর কত মিশ্রিত স্তর রহিয়াছে। যত নীচে যাও এই সব ভেজালের সাথে একটু একটু আসল রত্ন পাইতে থাকিবে। আরও নীচে যাও ভেজাল খুব কম, রত্নই সব। তুমি শুধু উপরের ঘাস বালু পাথর দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলে। সকল মানুষই এইরকম একটা খনি। বলি না, সকল খনিতেই হীরক পাওয়া যায়। কিন্তু একটা কিছু মূল্যবান প্রয়োজনীয় পাওয়া যায়। মানুষের পক্ষে তা হইতেছে তাহার নিজস্বতা, তাহার বিশিষ্টতা। বড় লোক হইবে বলিয়া তুমি যে নেপোলিয়ন বা বুদ্ধ হইয়া উঠিবে তাহা নয়। আর পারিলেও আমার মতে তোমার তাহা হওয়া উচিত নয়। কারণ নেপোলিয়ন বা বুদ্ধ হওয়াটাই বিশ্বজগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শ নয়। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি হওয়া, তোমার তুমিটি হওয়াই সব বড়লোকত্ব।

এ কথা স্বীকার করিবে তুমি একটা শক্তিপিণ্ড, ঠিক এখন যেমন আছ বা যাহা করিতেছ সুবিধা পাইলে তাহা অপেক্ষা একটা কিছু বেশী হইতে বা করিতে পার, তা যতটুকুই হউক না। তোমার শক্তির সবখানি খেলিয়া উঠিতে পারিতেছে না, potentiality কিছু না কিছু আছেই। এই শক্তিটুকু জানা, তাহাকে খেলাইয়া তোলা, এই potentialityকে জাগ্রত করাই তোমার বিশিষ্টতা, তোমার অসাধারণত্বকে ফুটাইয়া তোলা। শুধু এই শক্তির এই potentialitya মাত্রা কিছু দিয়া রাখিও না। তুমি কি জান তোমার মধ্যে যে শক্তি তার পরিধি কোথায়? আর এই যে নিগূঢ় শক্তি, এই যে তোমার অসাধারণত্ব, অন্য ভাষায় বলিতে গেলে তাহাই হইতেছে তোমার মধ্যে দিব্য ঐশ্বর্য্য ভাগবত প্রতিভা, ভগবান স্বয়ং। আর নিজের মধ্যে কোন রকম একটা গণ্ডী না টানিয়া দিয়া, আপনাকে উদার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে অন্তঃস্থিত শক্তিকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়ারই অন্য নাম হইতেছে ভগবানে আত্মসমর্পণ।

আর একটি কথা বলিয়া আমি এবারকার মত শেষ করিব। দেখ, বিনয় জিনিষটির উপর সমাজে আমরা অতিমাত্র জোর দিয়া থাকি। কিন্তু বিনয় অর্থে যদি হয় নিজেকে কেবল ছোট করিয়া দেখা তবে সে বিনয় না থাকাই ভাল। বিনয় জিনিষটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? না, গর্ব্ব বা অহঙ্কার দূর করা। কিন্তু গর্ব্ব অর্থাৎ দম্ভ, আস্ফালন, বাহ্বাস্ফোট, আমরা সচরাচর যাহাকে অহঙ্কার বলিয়া থাকি তাহাই অহঙ্কারের একমাত্র মূর্ত্তি নয়। এ সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে অহঙ্কারের রাজসিক রূপ। কিন্তু নিজেকে দীনহীন পাপীতাপী কৃমিকীট সকলের অধম বলিয়া বোধ করাও অহঙ্কার। শুধু ইহা তামসিক অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতেছে অহং-কার অর্থাৎ আমি সকল হইতে ছাড়া—এই এই বিশেষ গুণ (বা দোষ) সমন্বিত মাত্র জীবটি—এই চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা। এই মূল অহং-কার-টি—রাজসিক হউক আর তামসিক হউক উভয়কেই দূর করিতে হইবে। কারণ উভয়েই সত্যটি দেখিতে দেয় না, ফুটাইয়া তুলিতে দেয় না। ইহা ছাড়া সাত্ত্বিক অহঙ্কার বলিয়াও একটি জিনিষ আছে। তিনেরই অতীত হইতে হইবে। কোনরূপ অহঙ্কারই চাই না—চাই আত্মসমর্পণ। তোমার বিনয়ের নম্রতার পশ্চাতে রহিয়াছে তমোঘন অহঙ্কার। ইহা অপেক্ষা রাজসিক দাম্ভিকতা বরং ভাল। কারণ তমঃ তোমাকে জড়বৎ করিয়া ফেলে কিন্তু রজঃ' এর প্রভাবে তুমি সজীব সচল আকাঙ্ক্ষায় শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়া উঠ। কেবল এই আকাঙ্ক্ষা ও শ্রদ্ধাকে শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইল। আশা করি, সকল রকম অহঙ্কারের খেলাকে চিনিয়া ক্রমে ক্রমে নিরসন করিতে পারিবে, ও নিজের অতলে যে সত্য 'নিজত্ব' বস্তু তাহারই প্রতিভায় তোমার সকল সত্তা ভরিয়া উঠিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

তুমি একটা কিছু করিতে চাহিতেছ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তোমার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না। যাহাতে হাত দিতে যাইতেছ মনে হইতেছে তাহা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কাজ—তোমার অন্তরাত্মার সাথে কেমন যেন খাপ খাইতেছে না। মনের মত কাজ কিছু খুঁজিয়া পাইতেছ না। কিন্তু দেখিতেছি গোড়াতেই একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা লইয়া তুমি আরম্ভ করিয়াছ। এই কথাটি মনে গাঁথিয়া রাখিও "করা"টাই জীবনের মূল কথা নয়, মূল কথা হইতেছে "হওয়া"। আগে একটা কিছু "হও", "করা" আপনিই আসিবে। "করা" হইতেছে "হওয়া"র ফল, তাহার সহজ বিকাশ বা পরিণতি। তুমি কি হইয়াছ, কতখানি হইয়াছ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে তুমি কি করিবে, কতখানি করিবে। "হওয়া" হইতেছে অন্তরে অন্তরে গড়িয়া ভরপুর হইয়া উঠা। তোমার অন্তরাত্মা কাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোন্ সারবস্তু জড়াইয়া ভরাট হইয়া রহিয়াছে কতখানি সুগভীর দূর বিস্তৃত বোধ করিতেছে তাহাই তোমার "হওয়া"। জগতের এই একটা খুব মস্ত সাধারণ ভুল যে, মানুষকে সে বিচার করে তার কর্ম্ম দেখিয়া। কি করিতেছ, কি করিতে পারিলে বা না পারিলে তাহাই যেন মনুষ্যত্বের পরিমাপ। জগতের অবশ্য অন্য কোন মানদণ্ড নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ সে দেখিতে পারে কেবল বাহিরের জিনিষ, অন্তরে প্রবেশ করিবার তাহার সামর্থ্যও নাই, অবসরও নাই। কিন্তু তুমি সাধক, তোমাকে সেইরূপে চলিলে হইবে না। কি কর বা না কর, বাহিরে তুমি অকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা এমন কি বিকর্ম্মাই হও না কেন তাহাতে খুব আসে যায় না। ঠিক্ কোন কাজ করিতেছ, কতখানি করিতেছ তাহা দিয়া তোমার উন্নতি, তোমার ক্ষমতা, তোমার মহত্ত্বের বিচার করিও না। এ সকল জিনিষ খুব সূক্ষ্ম, ইহাদের বীজ অন্তরে অন্তরে, ক্রমে ক্রমে উহা বাড়িতে থাকে—ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অগোচরে, তোমার নিজেরও অগোচরে।

তুমি এখানে আপত্তি তুলিবে, কিন্তু আপনারাই ত শিক্ষা দিয়াছেন কর্ম্মযোগ, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মানুষ গড়িয়া উঠে, শক্তির প্রয়োগেই শক্তির বিকাশ, "করিতে করিতে"ই মানুষ "হইয়া উঠে"। ঠিক কথা। কিন্তু তোমাকে কিছু করিতে ত আমি নিষেধ করিতেছি না। তুমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছ, খাওয়াদাওয়া করিতেছ, লেখাপড়া করিতেছ, খেলাধূলা করিতেছ, লোকজনের সাথে মিলামিশা করিতেছ, সাংসারিক কর্ম্মও কিছু করিতেছ—এ সকলই ত "করা"। তুমি বলিবে, না, এ সকল কিছু "করা" নয়। এ ত সকলেই করে। সাধারণলোকের সাথে মহৎজীবনের সাধকের সাথে তবে প্রভেদ রহিল কোথায়? কিন্তু মনে রাখিও কর্ম্মযোগ অর্থে এমন নয় যে একটা বিরাট বিপুল অসাধারণ কিছু কর্ম্ম করিতে হইবে। অর্জ্জুনের মত কোন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কর্ম্মী না হইলে যে কর্ম্মযোগ হয় না তা নয়। আর সকলে যাহা করে শুধু তাহাই করিলেও তোমার কর্ম্মযোগের কিছু হানি হইবে না। সবই নির্ভর করিতেছে তোমার ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর, কোন চক্ষু দিয়া তুমি জগৎ দেখিতেছ, কি রকম প্রেরণায় তুমি চলিতেছ। তুমি যেমন অবস্থায় আছ, যে সকল পারিপার্শ্বিক কর্ম্মশৃঙ্খলার মধ্যে তোমার বর্ত্তমানের জীবন খেলিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া, সেই সকলই সম্পাদন করিয়া নিজের সত্তাটির পরিচয় পাইতে হইবে, নিজের ধর্ম্মটি জানিতে হইবে, নিজের কর্ম্মরাজ্যটি টানিয়া বিকশিত করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। ইহার জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িবার প্রয়োজন নাই, মনের মত কর্ম্ম পাইবার জন্য ছুটাছুটি করিবার দরকার নাই। ভিতরের ভাব যতদিন পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনকে যতদিন কিছু "হওয়াইয়া" তুলিতে পার নাই ততদিন মনের মত কর্ম্ম সম্মুখে পাইলেও সে কর্ম্মকে চিনিতে পারিবে না। আমি এমন বলিতেছি না তুমি আজ যে কর্ম্মজগতে লিপ্ত চিরদিন একান্ত তাহার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে—আদৌ নয়। আমি শুধু বলিতে চাই, কর্ম্মের পরিবর্ত্তন, পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন করাটাই মূল জিনিষ নয়। তাহার প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু অন্তরে যতদিন একটা কিছু না গাঁথিয়া তুলিতে পারিয়াছ ততদিন এ বাহ্য কর্ম্মস্পৃহা চঞ্চলতা অস্থিরতা মাত্র, শুধু ধোঁয়া, শুধু ফেনা, অন্তরাত্মার মধ্যে তাহা গভীর স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই।

কর্ম্মযোগ অর্থে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই নয়। আমাদের সাধনায় কর্ম্মযোগ হইতেছে প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, জ্ঞানযোগের সহায়েই সেখানে গড়িয়া তুলিবে তোমার মহত্তর জীবন-সৌধ। সাধনার লক্ষ্য নিজেকে পরিবর্ত্তন করা, ভাগবত প্রতিভাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। সেজন্য আগে চাই চিন্তার মতির ভাবের পরিবর্ত্তন। আর ভাবের পরিবর্ত্তন হয় প্রধানতঃ ভাবের দ্বারা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানের দ্বারা, ইচ্ছাশক্তি তপঃশক্তির দ্বারা। কর্ম্মজীবনের সংঘর্ষ এই ভাবপরিবর্ত্তনের সহায় হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা সহায় মাত্র। নিজের জীবনের উপর, কর্ম্মের উপর চক্ষু ফিরাইতে শিখ, বাহিরকে নিরীক্ষণ কর এই চিন্তার এই ভাবের এই ভিতরের দৃষ্টি দিয়া। কোন্ ভাব হইতে ভিতরের কোন্ স্তর হইতে তোমার কর্ম্ম উদ্ভূত, তোমার জীবন পরিচালিত, তাহা দেখিতে চেষ্টা কর। শুধু বাসনার, শুধু আবেগ, স্নায়ুর চাঞ্চল্যের ফল কি তোমার কর্ম্ম ? তবে স্থিতধী হইয়া দেখ, অনুভব কর তা সবার অন্তরালে কোন্ ভাগবত এষণা, অন্তরাত্মার কোন্ দৈবী প্রেরণা ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে স্ফুট করিয়া তোল, চারিদিকের আবর্জ্জনা সরাইয়া দাও, তাহারই পূর্ণতেজে পরিচালিত হও। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ—কর্ম্মের মধ্যে রহিয়া (তাহা যে কর্ম্মই হোক না কেন) জ্ঞানের তপঃশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এইটি যখন—অন্ততঃ কথঞ্চিৎ—অধিকার করিবে তখনই তোমার প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ, তখনই যথাযথ প্রকাশ হইতে থাকিবে ভগবান তোমার সাহায্যে কি সৃজন করিতে চাহিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩)

যোগ জিনিষটা কি—সাদা কথায় সহজভাবে জানিতে চাহিয়াছ। বলিয়াছ বড় বড় কথা উচ্চাঙ্গ তত্ত্ব সব ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিতে পারে এমন করিয়া শুধু আসল বস্তুটি কি তাহা দুই এক কথায় বুঝাইয়া দিতে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু তার আগে দুটি কথা তোমাকে বলিতে চাই। সোজা জিনিষ যেমন সোজাভাবে বলা যায়, কঠিন জিনিষ তেমন সোজা-ভাবে বলা যায় না। স্বভাবতই যে জিনিষ হইতেছে অসাধারণ তাহাকে টানিয়া নামাইয়া সাধারণের যোগ্য করা কঠিন, আর সব সময় তা যুক্তিযুক্তও নয়। ইহাতে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—কষ্ট করিবার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে, তাহাতে অনেক সুফল, এ কথা অনেকে বুঝিয়াও বোঝে না। অসাধারণকে সাধারণের অনুরূপে না গড়িয়া, আমার মতে সাধা-রণকে জোর করিয়াও অসাধারণের অনুরূপে গড়া বরং ভাল। তবে অবশ্য এ কথা সত্য, সেজন্য অনর্থক জালজঞ্জাল বাড়াইয়া অনা-বশ্যক কষ্ট করারও তেমন প্রয়োজন নাই। অনেক সময়ে অসাধারণকে আবার অতিমাত্রায় অসাধারণ, একেবারে অনধিগম্যই করিয়া তোলা হয়। বিশেষতঃ যোগ সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা খুবই সত্য।

যোগ জিনিষটিকে সাধারণতঃ মস্ত একটা রহস্য, বড় myste-rious বলিয়া মনে হয়, তার কারণ যোগের সাথে বিশেষ কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ নাই এমন সব নানা জটিল কুটিল গুহ্য অব্যক্তব্য অপ্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপকেই যোগের প্রধান অভিন্ন অঙ্গ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যোগ জিনিষটি খুবই স্বাভাবিক, খুবই সাধারণ, যদি ঠিকভাবে দেখিতে পারি। যোগ সাধনা সকলেরই করা উচিত আর সকলেই করিতে পারে। শুধু তাই নয় সকলেই করিতেছে, যদিও আপন অজ্ঞাতসারে। যাহা অজ্ঞাতে চলিতেছে যার স্রোত ফল্গুধারার মত ভিতরে ভিতরে তাকে বাহিরে আনিয়া ধরা, সজ্ঞানে করাকেই বলা হয় সাধনা।

এক কথায়, যোগ হইতেছে জীবনের একটা নূতন ধর্ম্ম (Law of Life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা—আবিষ্কার করা, আর সেই অনুসারে সমস্ত জীবনকে গড়িয়া তোলা, পরিচালিত করা। এই ধর্ম্ম হইতেছে দিব্যজীবনের ধর্ম্ম (Law of Divine Life); ইহার অর্থ? মানুষের মধ্যে দুইটি স্তর, দুইটি প্রকৃতি বা দুইটি ধর্ম্ম আছে—একটি নীচের আর একটি উপরের, একটি এপারের আর একটি ওপারের। নীচের, এপারেরটি হইতেছে দেহ, প্রাণ আর মন। এই তিনটির যে ধর্ম্ম যে নিয়ম, যে বন্ধন যে খণ্ডতা তার মধ্যেই সাধারণ মানুষ ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে। কিন্তু মন প্রাণ দেহের উপরে আছে আর একটা জগৎ, মানুষের আর এক আধার। সেখানে মানুষের জ্ঞান স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির (sensation) উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধির বিচারের তর্কের উপর নির্ভর করে না সে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ; অটুট, অব্যর্থ, তাহা হইতেছে দিব্যদৃষ্টি (Intuition, Revelation)। প্রাণের যে চঞ্চল উন্মত্ত মলিন অন্ধ কর্ম্মআবেগ বা ভোগবাসনার বিক্ষোভ তাহা সেই স্তরে পরিণত হইয়াছে প্রশান্ত তপঃশক্তিতে, বিশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে। আর তাহারও আছে একটা সত্তা কিন্তু তার মধ্যে দেহগত সত্তার যে সব দোষ ত্রুটি—রোগ জরা মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই, সে সত্তায় পূর্ণ স্বাস্থ্য পূর্ণ সৌন্দর্য্য, তাহা অমর, অমৃতত্বে ভরপুর। দেহ প্রাণ মনের ধর্ম্মকে ছাড়িয়া এই তুরীয় বা দিব্য প্রকৃতির ধর্ম্মে উঠিয়া যাওয়াই যোগ। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না, এই দিব্য স্বভাব পাইতে হইলে দেহ প্রাণ মনকে, এই জগৎকে, এই পার্থিব লীলাকে ধ্বংস করিতে হইবে। মোটেও নয়। দেহ প্রাণ মনের মধ্যে থাকিয়াই এই উত্তরলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং তাহাকে এই দেহ প্রাণ মনের মধ্যেই ঢালিয়া দেওয়া যায়, নীচের প্রকৃতিকে উপরের প্রকৃতির প্রভাবে ধর্ম্মে গড়িয়া তোলা যায়। এই পৃথিবীতে থাকিয়া, এই পৃথিবীর সকল কার্য্যকলাপকেই ঐ দিব্যলোকের সত্তায় প্রেরণায় পরিচালিত করা যায়।

লক্ষ্য কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, এমন কি সুদূরপরাহতও নয়। অসম্ভব বা শুধু আদর্শমাত্র বলিয়া মনে হয় তখনই যখন দেখি কেবল আমার নিজেকে—আমি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর একটি প্রাণী, আমার শক্তি কোথায় যে প্রকৃতির এই আবহমান কালের ধারাকে উল্টাইয়া দিবে, শত জীবন চেষ্টা করিলেও পারিব কি? কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়া যদি বিশ্বের দিকে একটু তাকাইয়া দেখি তবে যে ভরসার কিছু পাই না এমন নয়। পাশ্চাত্যের বিবর্ত্তনবাদ অবশ্য আজকাল আমরা সকলেই স্বীকার করি—এ জিনিষটিতে বোধ হয় কাহারও এতটুকু অবিশ্বাস নাই। সেই Evolution-বাদই বলিতেছে সৃষ্টির গোড়ার অবস্থা ছিল জড়, তারপর আসিয়াছে প্রাণী, সকলের শেষে মানুষ। অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির নীচের স্তরের বিবর্ত্তনটি দেখিয়াছে, প্রথমে দেহ, তারপর প্রাণ, তারপর মন (Body, Life, Mind)। কিন্তু প্রকৃতির বিবর্ত্তন যে মন ও মানুষ পর্য্যন্ত আসিয়াই ঠেকিয়া যাইবে, এর মতন অস্বাভাবিক অযুক্তির কথা আর কিছু হইতে পারে না। যোগ ঠিক সেই কথাই বলিতেছে—মনের ও মানুষের পরের ধাপটি হইতেছে বিজ্ঞান বা তুরীয় (Supermind), দেবতা বা অতিমানুষ (Superman)।

সমস্ত প্রকৃতি এই Supermind, এই Superman—এই দেবতার জন্ম দিবার জন্য ছুটিয়াছে, তুমি আমি প্রত্যেকেই অজ্ঞাতসারে এই চেষ্টাই করিয়া চলিয়াছি। তোমার আমার যে শক্তি যে প্রয়াস তার পিছনে আছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই বিপুল শক্তি, সে-শক্তি আবাহন করিতেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিব্য বিভূতির প্রকাশ, মানবজাতির মধ্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সত্যযুগের লীলা। সেই শক্তিটি যখন তোমার আমার মধ্যে চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে, তুমি আমি যখন সেটিকে চিনিয়া জানিয়া অনুভব করিয়া সজ্ঞানে কার্য্যপর হইয়াছি তখন তাহাকে নাম দিই যোগশক্তি। এ যে বিশ্বেরই শক্তি—এর কাছে অসম্ভব আবার কি থাকিতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

তোমরা হয়ত আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছ, অথবা একেবারে চটিয়া না গেলেও বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছ, কারণ অনেকদিন আমি তোমাদের খোঁজ খবর লই না, তৃষিত-চাতকের মত আমার উপদেশবাণীর জন্য বৃথাই তোমরা অপেক্ষা করিতেছ। অবশ্য প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে পারি, কোন কিছুতে চটিয়া যাওয়া বা মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া সাধকের উচিত নয়, সকল অবস্থায় নির্ব্বিকার নির্লিপ্তচিত্ত হওয়াই সাধনার গোড়ার কথা। এ কথা সত্য হইলেও, আমার সাফাই-এর জন্য সে কথা বলিব না। আমি কি জন্য নীরব হইয়াছিলাম, সেটা এমন একটা বড় কিছু নয় যার হিসাব নিকাস দেওয়া পরম দরকার। তবে এই সম্বন্ধে, উপদেশ শুনিবার, বিতরণ করিবার বিষয়ে, আমার দুই একটি বক্তব্য আছে, তাহাই তোমাদের কাছে আজ আমার নিবেদন করিবার আছে। ইহাতে আমার মৌনাবলম্বন ব্যাপারটির অর্থ, ইহার মূল্য বা মূল্যহীনতা আনুষঙ্গিক-ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। আর আমার বিশ্বাস, ইহাতে তোমাদের প্রবর্ত্তকের প্রকৃত কর্ম্ম ও উদ্দেশ্যটা, যাহা লইয়া এত গোলমাল চলিতেছে দেখিতেছি, তাহাও একটু খোলাভাবে দেখা যাইবে।

দেখ, প্রচার কার্য্যটা উপদেশ ছড়ান জিনিষটা, আমার কাছে তেমন খুব মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। এ কাজ করে যারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সব করা হয় যাদের উপর (Subject আর Object), তাদেকে আমার তেমন পাকা লোক বলিয়া মনে হয় না, এমন কি খুব বুদ্ধিমান বলিয়াও স্বীকার করি না। যুগে যুগে সংস্কারের জন্য—অধ্যাত্ম সংস্কার হউক, ধর্ম্মসংস্কার হউক, সমাজসংস্কার হউক বা সাহিত্যসংস্কার হউক—সংস্কার বা নূতন গড়নের জন্য যে প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে, এই জন্যই কোন সংস্কার আমূল চিরস্থায়ী প্রকৃত সংস্কার হইতে পারে নাই। প্রচারের অনুপাতে তদনুরূপ সংস্কার কোনদিন হয় নাই, বাস্তবিক সংস্কার হইতেছে ততটুকু, যতটুকু আছে এই প্রচারের পিছনে একটা গভীরতর সত্যবস্তু। প্রচার মানুষের বুদ্ধির জগতে একটা আন্দোলন তুলিয়া দেয় বটে আর এ আন্দোলনের যে একটা সুফল আছে তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু এ আঘাত যাইয়া পড়ে মানুষের যে অংশ শুধু ভাসা ভাসা, তাহার উপর। মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে যাহা, তাহা আর এক ধরণের বস্তু। এই অন্তরাত্মার উদ্বোধনের সঙ্গে অনুচররূপে চলিতে পারে প্রচার, কিন্তু প্রচারের নিজের সৃজন-ক্ষমতা নাই।

আমি বলিতে চাই, আমার কাজ তোমার কাজ উপদেশ দেওয়াও নয়, উপদেশ শুনাও নয়। প্রত্যেকের কাজ হইতেছে, নিজে নিজেকে ফুটাইয়া তোলা, সৃজন করা। আমার উপলব্ধি আমার সাধনার ফল তোমাকে জানাইতেছি, এ জন্য নয় যে তুমি তাহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিবে, আমি পাকা রাস্তা গড়িয়া দিতেছি তোমার যাওয়ার সুবিধার শ্রমলাঘবের জন্য—কতকটা হইলেও হইতে পারে কিন্তু সেটা মুখ্য কথা নয়, সেটার উপরই জোর দেওয়া কখনই স্বাস্থ্যকর নয়। আমি একটা পথ কাটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়াছি, সে পথ আমার জন্য, তুমিও তাই দেখিয়া তোমার জন্য পথ কাটিয়া চল, এই পথ কাটিবার, এই নিজেকে ব্যক্ত করিবার প্রেরণা, যদিও যতটুকু আমার প্রয়াস দেখিয়া তোমারও আসে তবেই ও ততটুকুই তোমার দিক হইতে আমার উপদেশের বা সাধন কথার সার্থকতা।

সাহিত্য জগতে সমালোচক যেমন নিজে কিছু সৃজন করেন না বা প্রকৃত কিছু গড়িতে পারেন না, সাধনার জগতে উপদেশকও তেমন কিছু সৃজন করিতে বা গড়িয়া তুলিতে পারেন না। সমালোচক চেষ্টা করেন পরের সৃষ্টিকে বা নিজের মধ্যে সুপ্ত সৃষ্টিকে বুঝাইয়া দিতে, তাহার কল কৌশলের তাহার ধরণ ধারণের একটা ব্যাখ্যা দিতে—কিন্তু প্রকৃত কবি যখন আবির্ভূত হন তখন দেখা যায় যে তিনি সমালোচকের প্রায় কোন মানদণ্ডই মানিয়া চলিতেছেন না—নিরঙ্কুশাহিকবয়ঃ; এমন কি সমালোচক যখন নিজেই কবি তখনও প্রায়শঃই দেখা যায় সমালোচক হিসাবে তিনি যে সব নিয়ম পদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন, কবি হিসাবে তাহাই আবার অকুণ্ঠিতচিত্তে অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। অধ্যাত্মজগতেও সেই রকম সিদ্ধ হিসাবে (যদি মানিয়া লও আমি সিদ্ধ) আমি যে সিদ্ধির পূর্ণতর জীবন গড়িয়া তুলিয়াছি আর পরে প্রচারক হিসাবে আমার সিদ্ধির পন্থায় যে ঘাট বাঁধিয়া দিতেছি তাহা আমার নিজের পক্ষেও বোধ হয় বাস্তবে তেমন ঘটে নাই আর তোমার পক্ষে যে ঘটিবে সত্য হইবে তাহার ত কোন সম্ভবনাই দেখি না। আমি যাহা বলি, আমার সাধনার কথা বড় জোর হইতেছে উদাহরণ মাত্র, এমন কি exceptional উদাহরণও হইতে পারে। কিন্তু উদাহরণকে বা নিয়মের একটা ব্যাভিচারকে নিয়ম বলিয়া ধরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তাহা হুবহু মানিয়া চলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। আমি আমার জীবন যেমন আমার ভিতরের একটা অদৃশ্য নিয়মের উদাহরণ, তুমিও তেমনি তোমার নিজের ভিতরের অদৃশ্য নিয়মকে চেন জান, তাহারই উদাহরণরূপে তোমাকে তোমার জীবনকে গড়িয়া তোল, তাহা হইলেই আমার উদাহরণ দেখিয়া তোমার উপকার। ব্যর্থ অনুকরণ মঙ্গলকর নয়; অনুকরণের ইচ্ছাটার পিছনে আমি মনে করি আছে একটা তামসিকতা, আলস্যপরায়ণতা।

আমাদিগকে গালি দেওয়া হয়, ভাব ভাষা বাক্য অর্থ সব হেঁয়ালি, দুর্ব্বোধ্য। আমাদের কথা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়, কারণ আমাদের কাছে চাওয়া হয় এমন একটা জিনিষ, আমরা যাহা দিতে পারিলেও দিতে চাহি না। সকলে আশা করে আমাদের কাছে পাইবে একটা Royal Road, মানুষ হইবার—বা তোমাদের কথায় দেবতা হইবার জীবন সাধনার একটা কাটাছাঁটা সোজা পরিষ্কার উপায়। নিরামিষ খাইবে, দিবানিদ্রা যাইবে না, বীর্য্য ধারণ করিবে অথবা পদ্মাসনে বসিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আধঘণ্টা রেচক পূরক কুম্ভক করিবে কিংবা লক্ষবার কালিনাম জপ করিবে, এই রকম কিছু একটা বাঁধা নিয়ম। কিন্তু প্রবর্ত্তক ত পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চায় না; প্রবর্ত্তকের নিজের একটা পদ্ধতি থাকিলেও থাকিতে পারে, আর তাহার কথা সে যে বলে নাই এমনও নয়—কিন্তু সেটির উপরই শুধু নজর দেওয়াকে সে ভাল মনে করে না। পদ্ধতির উপর জোর দিয়া আমরা পদ্ধতির গুণকে উদ্দেশ্যকে খাট করিয়া সহজেই ফেলি। সাধনার পাকা সড়কের জন্য সকলেই লোলুপ; কিন্তু জীবন সাধনার জগতে সে রকম পাকা সড়ক নাই। পাকা সড়ক নাই বলিয়া কাঁচা রাস্তা বা পায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাগ একেবারে নাই এমন অবশ্য বলা চলে না, কিন্তু সে রাস্তা সে দাগ অনেক বহুল জটিল; এক এক জন এক এক রকম দাগ ফেলিয়া গিয়াছে। সকল দাগের মোট ভঙ্গি একটা আছে, সেটা প্রবর্ত্তক দিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সেটি লোকের মনে ধরিবে কেন, সেটি যে সূক্ষ্ম তরল পঙ্কময়—তাহা ইঁট পাথর দিয়া গড়া নয়। কাজেই প্রবর্ত্তকের কথা হেঁয়ালী।

কিন্তু পথ দেখানটা আমাদের প্রাণের কথা নয়, পা ফেলিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্তে উঠিয়া যাইবার জন্য আমরা স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিতে বসি নাই। প্রবর্ত্তক নিজের মধ্যে একটা সাড়া পাইয়াছে, সেই সাড়া পাইয়া তাহার পক্ষের সঞ্চালন, তাহার এই অঙ্গের দোলন, অসীমের কোলে পথ করিয়া ধাবন। আর সকলে যে ঠিক তাহার দেখাদেখি একই ভাবে একই ভঙ্গিমায় দুলিবে উড়িবে চলিবে বা তাহার চেষ্টা করিবে তাহা নয়—সেই প্রাণের ভিতরের অন্তরাত্মার সাড়া পাইলে এ সকল আপনি হইবে আপনি আসিবে —প্রবর্ত্তক যদি সেইটুকু করিতে পারে তবেই তাহার কার্য্য অর্দ্ধেক সমাধা হইল মনে করিব।

জগতের মানবজাতির সমবেত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনেকে বিশেষ আশান্বিত নহেন, তাহার কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন মহাপুরুষ সিদ্ধ আসিয়াছেন গিয়াছেন, এমন কি অবতার স্বয়ং ভগবানও আসিয়াছেন গিয়াছেন, পরন্তু মানুষ দুই দিনের চাঞ্চল্যের স্ফীতির পর পুনর্মূষিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ আমি মনে করি, মহাপুরুষের সিদ্ধের অবতারের ভগবানের মধ্যে মানুষ কেবল সেই royal road পাকা সড়ক খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভাগবত দিব্য ভাবকে আমরা ধরিতে চাই নাই,

LIBRARY
No. ....
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিয়াছি বিধিব্যবস্থাকে অনুসরণ করিতে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব—তাঁহার সেই 'ইহৈব মে শুষ্যতু শরীরম্'—সেই অপূর্ব্ব তেজ অন্তরাত্মায় টানিয়া লই নাই, আমরা বিশ্লেষণ করিতে, চিরিয়া চিরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি তাঁহার অষ্টাঙ্গ-সাধনার বিধান। চৈতন্যের প্রেমোন্মত্ততা আমাদের প্রাণে তেমন সাড়া দেয় নাই, যেমন দিয়াছে সেই প্রেমের বিকার স্বেদ পুলক নৃত্য ক্রন্দন। জগৎ মানুষ যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাহা নয়, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক সাধক আপনার মধ্যে আপনি স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, আপনাকে আপনি সৃজন করিবে। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, সৃষ্টি করিতে হইবে—ইহাই যেন সকলের প্রত্যেকের আদর্শ হয়। সত্যসিদ্ধির ইহাই একমাত্র মন্ত্র। এ-কথাতে এমন বুঝায় না যে প্রত্যেকেই প্রত্যেক হইতে আপনাকে কাটিয়া লইবে, একান্ত ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিবে, নিজের মধ্যে ডুবিয়া কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিবে—না, তাহাও নয়। পরস্পরের সহিত সম্মিলিত তোমরা হও, আদান প্রদান তোমাদের হউক কিন্তু প্রত্যেকে তবু নিজেকেই সৃষ্টি কর,—"আত্মানং কল্পয়েৎ।" তবুও আসল কথা এই 'আত্মানং কল্পয়েৎ' আর সব অবান্তর।

পরিশেষে গোড়ায় আমার ব্যক্তিগত কথাটা উল্লেখ করিয়া বিদায় হই। আমার বক্তব্য, আমি ঠিক কি বলি তাহার জন্য ব্যগ্র হইবার তোমাদের খুব একটা প্রয়োজন নাই। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহাতেও তোমাদের বিশেষ কিছু আসিয়া যাওয়া উচিত নয়, আর বাস্তবিক আসে যায়ও না। আজ এই সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বলিলাম, সে সকলকেও অকাট্য উপদেশ বা বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিও না। আমার উপলব্ধি এই রকম, তাহাই ব্যক্ত করিলাম। এই উপলব্ধি শুনিয়া, তুমি দেখ তোমার উপলব্ধি কি—তাহা হইলেই আমার বক্তৃতা সার্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের কথা

(প্রশ্ন)

তোমাদের মুখে আজকাল একটা' কথা বড় বেশী রকম শুনিতেছি, কথাটা সঙ্ঘ। তোমরা সঙ্ঘ অর্থে ঠিক কি বুঝ জানি না, কিন্তু ও শব্দটা শুনিলে আমার যে একটু ভয়ই হয় তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। সমাজ কথাটিই ত আছে, তবে সঙ্ঘের উপর এত জোর দেওয়া কেন? সঙ্ঘ শুনিলেই আমার মনে হয় মঠ অর্থাৎ একটা বিশেষ মত, বিশেষ সম্প্রদায়। সমাজের বুকে যে এইরূপ সম্প্রদায়, মত, মঠ উঠিল, উঠিয়া লোপ পাইল, কিন্তু সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি ত বড় কিছু হইল না—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

তোমরা শুনি সমস্ত সমাজকে লইয়া সমাজের সাথে মিশামিশি হইয়া চলিতে চাও, কোন রকম ধরাবাঁধা Institutionএর তোমরা নাকি ঘোর বিরোধী, সমাজ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার মাথায় ঘেরটোপের মত তোমরা বসিতে চাও না, সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সাধনার শক্তি মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিতে চাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তোমাদের এ সঙ্ঘের অর্থ কি? আমরা ভয়ের কথাটিই বলি, অনুধাবনের যোগ্য মনে কর, অনুধাবন করিয়া দেখিও। সঙ্ঘের সোজা অর্থ একভাবের ভাবুকদের একটা পরিবার। এক আদর্শের কর্ম্মী যাহারা, এক সাধনার সাধক যাহারা তাহারা তাহাদের কর্ম্মের, সাধনার সুবিধার জন্য সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়াছে, ইহারই নাম ত সঙ্ঘ। তবে দাঁড়াইল এই, যে যাহারা এই বিশেষ আদর্শ সাধনা কর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, করিতে চায় না বা পারে না, তাহারা তোমাদের সঙ্ঘের বাহিরে, তোমরা তাহাদের হইতে পৃথক। এখন এই যে সব বাজে লোক (Laity) ইহাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অবশ্য তোমরা বলিবে এই, যে বাজে লোক একান্ত বাজে নয়, তোমরা তাহাদের হইতে পৃথক নয়, তাহাদিগকে ফেলিয়া দাও নাই, অস্বীকার কর নাই, তোমাদের কাজ তাদের মধ্যে কাজ করা, তাদেকেও দলে টানা। এটা কিন্তু খুব নূতন কথা নয়, যাহারাই সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় গড়িয়াছে তাহারাই এ কথা বলিয়াছে, যাহারাই একমতাবলম্বী তাহারাই এ কথা বলিতেছে ও বলিবে। কিন্তু এ ভাবে পার্থক্যটা ত আর ঘুচে না; স্বীকার না হয় করিলাম—মহম্মদীয় অথবা খ্রীষ্টিয়ানদের মতে ছলে বলে না হউক, চৈতন্যের মত প্রেমের ভিতর দিয়া—তোমরা একটি একটি বা দলে দলে করিয়া লোক তোমাদের দলে ঢুকাইতে আরম্ভ করিলে তবুও সমাজের যে ভাগটা বাহিরে পড়িয়া রহিল সে সম্বন্ধে কি? যদি বলি সমস্ত মানব সমাজটি করিবে, তবে মানি বটে আদর্শ খুব জমকালো কিন্তু কোন দল, কোন সম্প্রদায়, কোন্ সঙ্ঘ তাহা পারিয়াছে?

আর সমস্ত মানবজাতিকে গ্রাস করিবার শক্তি যদি তোমাদের বাস্তবিকই থাকে, তাহা হইলেও আমার আশঙ্কা কিছু কমে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরং বাড়িয়াই যায়। সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, সব মানুষকে সে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করে। সমষ্টিকে উন্নত সমৃদ্ধ করিবার ব্যস্ততায় সে ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। কি রকমে, বলিতেছি। সঙ্ঘ কথাটা বৌদ্ধদের! বৌদ্ধ সঙ্ঘবাদের তিন সূত্র।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘ গড়া বা জোটবাঁধা দরকার, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, একটা আদর্শের সাধনার জন্য অর্থাৎ একটা ধর্ম্মের জন্য। আর এই ধর্ম্ম দেয় কে, না একজন মহাপুরুষ। মহাপুরুষেরা নমস্য, তাঁহারা জগতের উপকার করিতে আসেন ও উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মের ফলে কিছু যে অপকার হয় না তাহাও বলিতে পারি না। মহাপুরুষেরা এতই মহাপুরুষ যে মানুষের উপর সমাজের উপর জগতের উপর তাঁহারা চাপিয়া পড়েন—ব্যক্তিত্ব জিনিষটি অনেকখানি পিষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যায়। মহাপুরুষ যে সত্যকে যে সাধনায় পাইয়াছেন তাহা তাঁহারই অন্তরাত্মার, তাঁহার নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্মের প্রকাশ; কিন্তু ঠিক সেই সত্য হুবহু সেই সাধনার ভিতর দিয়া অপরে যদি পাইতে চেষ্টা করে, তব সেটা হইবে তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম পৃথক পৃথক; সুতরাং পরের পথ যত বড়ই হোক না কেন, তাহাতে চলিয়া নিজের পূর্ণ সার্থকতা ও সিদ্ধি নাই। মহাজনদিগের প্রভাবে তাঁহাদের সিদ্ধিতে, ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতার এমনি একটা কুহক, এমনি একটা মায়াবিনীশক্তি ঘিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে যে মানুষ মোহিত হইয়া, আপনা ভুলিয়া তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে থাকে। ইহাতে মহাজনদের কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তাঁহারা যে বিশেষ কর্ম্ম সাধন করিতে আসিয়াছেন তাহা উদ্‌যাপন হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের মনুষ্যত্ব লইয়া কতখানি উঠিতে পারে তাহা বিচারের বিষয়। বলা যাইতে পারে মহাপুরুষ নিজের জন্য আসেন না; মহাপুরুষ মহাপুরুষ, কারণ তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন নিজের নিজত্বেই তিনি আবদ্ধ নহেন, তিনি চাহিয়াছেন পাইয়াছেন, এমন সত্য এমন সাধনা যাহা সকলের প্রত্যেকেরই নিজের অন্তরাত্মার কথা। এ কথা কতদূর সত্য জানি না—যত বড় মহাপুরুষই হউন কেন, নিজের ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ তাঁহার শিক্ষার সাধনায় থাকিবেই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, শুধু ধরিয়া লই নয়, বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ চৈতন্য যাহাকেই দেখ না কেন ব্যক্তিত্বকে কে এড়াইয়াছে? তারপর, যদিই বা স্বীকার করি যে মহাপুরুষ হইতেছেন সকলের প্রতিনিধি. সকলেই তাঁহার মধ্যে দেখিতেছে পাইতেছে আপন আপন সত্তা, তবুও বলিতে হইবে এ সত্তা আমার বাহিরের সত্তা, বাহির হইতে তিনি যদি আমাকে নিয়মিত পরিচালিত করিতে চাহেন তবে আমার ভিতরের সত্তাটা পঙ্গু হইয়া পড়িবেই। এক তিনি যদি ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়া থাকিতে পারেন তবেই আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বে স্বধর্ম্মে জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইব; নতুবা তিনি যদি ঠেলিয়া লইতে চাহেন তবে হয় আমরা হোঁচট খাইয়া পা ভাঙ্গিব, না হয়—শক্তিতে যদি কুলায়—তবে তাঁহার প্রাণহীন ছায়া হইয়া পড়িব অথবা কেহ কেহ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইত গেল মহাপুরুষ আর তাঁহার ধর্ম্মের কথা। তারপর মহাপুরুষ তাঁহার ধর্ম্মকে বজায় রাখিবার জন্য, অথবা তাঁহার শিষ্য-সামন্ত তাহাদের পরিচিত প্রিয়সাধনা ও সত্যকে মানবজাতির কল্যাণকল্পে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, বাড়াইয়া তুলিবার জন্য গড়েন একটা প্রতিষ্ঠান একটা সমবায়শক্তি অর্থাৎ সঙ্ঘ। কোন বিশেষ সঙ্ঘ না থাকিলে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিলে ঐ মহাপুরুষের ঐ ধর্ম্মই প্রত্যেককে স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের স্বধর্ম্মের পথে সহায় হইয়া উঠিতে পারে, অবশ্য বলা যাইতে পারে এ রকমে কোন একটা কেন্দ্র না পাইলে সে ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু যে ধর্ম্ম আপন সত্যের বলে মানবজাতির মনে স্থান পায় না, ফুটিয়া উঠে না, যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে দরকার একটা ঠেকনা (prop), সে কি লোপ পাইবার উপযুক্তই নয়? যে ধর্ম্ম আকাশ বাতাসের মত সর্ব্বসাধারণে স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বত্র আহরণ করিতে পারে, তাহাই ত স্বধর্ম্মের উদ্বোধক, তাহা যেমন সাধারণ তেমনি আবার বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ সঙ্ঘ হইতে যদি ধর্ম্মকে আহরণ করিতে হয়, সাধনা পাইতে হইলে যদি বিশেষ আশ্রমকে আশ্রয় করিতে হয় তবে ইচ্ছা থাকিলেও মানুষ সেখানে স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে পারে না, সকলের চেহারা ধরণ-ধারণ সেখানে আপনা হইতে এক রকম হইয়া আইসে—নিবিড় ভ্রাতৃত্ব সেখানে জাগিতে পারে, বাহিরের একটা কর্ম্ম সকলে সমপ্রাণ হইয়া সম্মিলিত হইয়া সুসম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু সেখানে জাগে না ত জীবনের বৈচিত্র্য, শত অন্তরাত্মার শতেক বিভূতি। খরস্রোতে উপলরাজির কোণ ধার সব যেমন ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়, মাজাঘষার ফলে সকলেই যেমন হইয়া পড়ে মসৃণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলগাল। সেই রকম সঙ্ঘের সমষ্টিগত চাপে প্রত্যেক মানুষ আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সব একাকার হইয়া পড়ে।

হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্ম হিসাবে যে এতদিন এমন জাগ্রতভাবে টিকিয়া আছে তাহার কারণ আমি বলি যে হিন্দুসঙ্ঘ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। কোন একটি মহাপুরুষ এ ধর্ম্মকে জন্ম দেন নাই বা কোন প্রতিষ্ঠানে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টের নামে পরিচিত, খৃষ্টসঙ্ঘে মূর্ত্তিমান। মোছলেম ধর্ম্ম মহম্মদের নামে পরিচিত, মহম্মদীয় সঙ্ঘে মূর্ত্তিমান। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টার নাম নাই, ইহার ধরা বাঁধা কোন প্রতিষ্ঠান নাই। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম দিয়াছিলেন এক মহাপুরুষ, এক ধর্ম্ম, এক সঙ্ঘ—কিন্তু বৌদ্ধ দীক্ষা কোথায় চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার মূল যে হিন্দুধর্ম্ম তাহা এখনও সজীব! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র যদি কেউ বুঝিয়া থাকে তবে তাহা বুঝিয়াছিল একদিন বৈদিক ঋষিগণ। বাইবেল কোরাণ, ত্রিপিটক এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এক এক ধর্ম্মের মূলে আর, তাহা এক এক জনেরই উপদেশ—শিক্ষা দীক্ষা সাধনা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পিছনে এই রকম একজন মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ নাই—হিন্দুধর্ম্মের অপর নাম বৈদিকধর্ম্ম শত ঋষির শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনার আকর। প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ঋষিরাও এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে 'নবীন' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, 'পূর্ব্বকবি' দিগকে প্রণাম করিয়া আপনাদের কথা বলিয়াছেন।

আধুনিক যুগ হইতেছে বিশেষভাবে গণতন্ত্রের যুগ, সকলকে লইয়া সকলের সহিত সমানস্তরে দাঁড়াইতে হইবে এবং প্রত্যেককে প্রত্যেকের আপন অন্তরাত্মার পথে চলিতে দিতে হইবে। আজকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুশিক্ষার প্রথম ও প্রধান সূত্র হইতেছে শিশু নিজে নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। শিক্ষার ভার আর একজন লইবে, ছাত্রকে জোর করিয়া শিক্ষা গলধঃকরণ করাইবে অথবা ছাত্র শুধু শুনিয়া যাইবে আর মাষ্টার নোট লিখিয়া পড়িয়া মারা যাইবে (vicarlous atonement) সে দিন আর নাই। রোগী নিজের ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা নিজেই করিবে, the patient must minister to himself—তোমাদের বুঝিতে হইবে এখন তোমাদের সঙ্ঘবাদ এই আদর্শের পরিপন্থী কি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের কথা

(উত্তর)

নূতন যে সঙ্ঘ হইতেছে বা হইবে, হওয়া দরকার, সকলের আগে মনে রাখিতে হইবে সেটা একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ অর্থাৎ (Religious Institution) নয়, সেটা হইতেছে একটা সামাজিক ব্যবস্থা (Socio-economic organisation); তবে এই সমাজব্যবস্থার প্রাণ হইতেছে অধ্যাত্ম (Spirituality)। কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রাণ হইতেছে একটা বিশেষ মতবাদ (creed), কোন মহাপুরুষের দেওয়া একটা বিশেষ উপলব্ধি, একটা বিশেষ সত্য; আর এই বিশেষ মতবাদ উপলব্ধি বা সত্য বেশীর ভাগেই দাঁড়াইয়া আছে জগৎকে জীবনকে ছাড়িয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া। ধর্ম্মসঙ্ঘ সব আসলে সমাজের ভিতরের জিনিষ নয়, সমাজের বাহিরে সমাজকে পাদপীঠ করিয়া উহারা মাথা তুলিয়া আছে—'অসৌ লোকঃ' বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমাজের সম্মুখে একটা আদর্শ ধরিয়া দিতেছে, সমাজের মানুষকে কোন রকম জীবনকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ দিকে ছুটিতে বলিতেছে। সমাজ ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া জীবন ছাড়িয়া জগৎ ছাড়িয়া ঐ 'অমুষ্মিন্ লোকে' যাইবার পথে আশ্রয়স্থান, পান্থনিবাস যাহা তাহারই নাম সঙ্ঘ অর্থাৎ ধর্ম্ম-সঙ্ঘ। এই সরাইখানাতেও দিন গুজরান দরকার, সমাজকেই সে জন্য ট্যাক্স দিতে হইতেছে, সঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য; সমাজকে এই বলিয়া বুঝান হইতেছে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা সমাজের কর্ত্তব্য, সমাজেরই ইহাতে উপকার, সমাজের সম্মুখে ইহা দিতেছে যে একটা দেদীপ্যমান আদর্শ, ইহসর্ব্বস্ব নয় এই রকম একটা উচ্চতর মহত্তর শিক্ষা ও সাধনা।

নবসঙ্ঘ কিন্তু এইরকম সমাজের বাহিরের জিনিষ নয়; ইহা সমাজেরই ভিতরের ব্যবস্থা, সমাজেরই নূতন একটা রূপ। সমাজ হইতে আস্তে আস্তে লোক ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বসিবার একটা আস্তানা, আশ্রম বা মঠ নয়, ইহা যে সমাজ আছে তারই একটা নূতন গড়ন। ধর্ম্মসঙ্ঘের লক্ষ্য নিরিবিলি ভাবে এক জায়গায় বসিয়া পারমার্থিক সাধনা বা পারত্রিক চিন্তা করা, কর্ম্মের, জীবনযাপনের কথা সেখানে খুবই অল্প, নাই বলিলেও চলে। নবসঙ্ঘের লক্ষ্য জীবনকে ফলাইয়া ধরা, জীবনের সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া সেখানে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা, সার্থকতা ফুটাইয়া তোলা। খাওয়া পরার প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্ঘকে বিচলিত করে না, সে প্রশ্নে বিচলিত হওয়া তার উচিতও নয়, দরকারও নাই—মঠের ভোগ সাধারণ সমাজ যোগাইতেছে। শুধু খাওয়া পরা কেন, সমাজের যে আরও কত সমস্যা রহিয়াছে ধর্ম্মসঙ্ঘ সে সকলকে স্রেফ উড়াইয়া দিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা তাহার ভাবিতে হয় না। নবসঙ্ঘ সমাজে নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতেছে বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের কথা (যেটা লইয়া আজকাল সমস্ত জগতে আলোড়ন আন্দোলন চলিয়াছে) নর নারীর কথা, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধের কথা, ছেলেপিলের কথা, শিক্ষার কথা এমন কি রাষ্ট্রের কথা পর্য্যন্ত সব আলোচনা করিয়া চলিয়াছে—এই সমস্তই তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্গত। ধর্ম্মসঙ্ঘের বিষয় হইতেছে 'অসৌ লোকঃ'—আর নবসঙ্ঘের বিষয় হইতেছে 'অয়ং লোকঃ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর ধর্ম্মসঙ্ঘ আছে এক একটা বিশেষ সত্য লইয়া, পরমার্থ সাধনার বিশেষ বিশেষ পথ লইয়া, এক একখানি শাস্ত্র লইয়া, এক এক মহাপুরুষের ছায়ার তলে। নূতন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আপন অন্তরাত্মার উপর। নূতন সঙ্ঘ ধর্ম্মসঙ্ঘ না হইলেও, হইতেছে আধ্যাত্মিক সঙ্ঘ, উহাকে দাঁড়াইতে হইবে অধ্যাত্মের উপর, এই অধ্যাত্মকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিকশিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই অধ্যাত্ম আর কিছুই নয়, ইহা হইতেছে প্রত্যেকের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য ও ঋত, যে ভাগবতসত্তা তাহার ধর্ম্ম, তাহার কর্ম্ম। আধুনিক সমাজের যে সমস্যা সব তাহা পূরণ করিবার জন্য নবসঙ্ঘ দিতেছে এই ব্যবস্থা—কারণ, কেবল এই ব্যবস্থাতেই সমাজের শুধু যে সকল আধিব্যাধি দূরীভূত হইবে তা নয়, উপরন্তু ইহাতেই সমাজ সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে, পাইবে একটা সতেজ পরিপূর্ণ জীবন, একটা সমুচ্চ সার্থকতা।

আপন আপন ভাগবতসত্তায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি সংগ্রহেরই নাম সঙ্ঘ। আধুনিক সমাজের কেন্দ্র (বা unit) হইতেছে পরিবার, স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি অর্থাৎ রক্তের টানে মিলিত যাহারা তাহাদের লইয়া হইতেছে পরিবার। সঙ্ঘও এই রকম এক একটি পরিবার কিন্তু এ পরিবারের মিলনসূত্র হইতেছে জাগ্রত অন্তরাত্মার সহিত জাগ্রত অন্তরাত্মার মিলন ও মিল। আধুনিক সমাজ পরিবারের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে একটা বাহিরের চাপের ফলে, মানুষের দেহ ও প্রাণের প্রয়োজনের ফলে কিন্তু সঙ্ঘের দানা গড়িয়া উঠিবে অন্তরাত্মার আনন্দের ফলে, অন্তরাত্মার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সার্থকতার জন্য। পরিবার বহু, সঙ্ঘও সেই রকম বহু হইবে,—অন্তরাত্মায় সকলেই এক হইলেও, ধর্ম্মের কর্ম্মের বিভিন্নতা

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবে। সঙ্ঘ পরিবারের স্থান লইবে শুধু বহুত্বের নানাত্বের বৈচিত্র্যের হিসাবে নয়, কিন্তু পরিবারে যাহা জীবনসমস্যা সঙ্ঘও সে-সমস্তই আলিঙ্গন করিয়া লইবে—গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা, স্বামী স্ত্রীর সমস্যা, সন্তান লালনপালনের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, আরও নূতন নূতন জীবনের ক্ষেত্রে সঙ্ঘ আপন প্রভাব ও প্রতিভা খেলাইয়া তুলিবে। এই রকম সঙ্ঘ সমষ্টি লইয়া যে মহাসঙ্ঘ তাহাই হইবে সমাজ।

পারিবারিক সমাজে একদিকে নাই যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আছে অহঙ্কারের স্বেচ্ছাচার, অন্যদিকে নাই তেমনই সমষ্টিসংহতি, আছে শুধু সমগ্রের অত্যাচার। এ রকম হইতে বাধ্য, কেননা যে মিল দিয়া মানুষ পরিবার গড়িয়াছে, সমাজ গড়িয়াছে সেটা হইতেছে শরীরের মিল—আর শরীরের মিল যেখানে আছে, সেখানে থাকিবেও আবার সংঘর্ষ ও পীড়ন। প্রকৃতপক্ষে এই রকম সমাজেই সত্যকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। নূতন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমাজকে গড়িয়া তুলিবে ব্যষ্টির আত্মার উপর। এখানে প্রত্যেকের আসল স্বাতন্ত্র্য ভাগবতস্বভাব ও স্বধর্ম্মই খেলিয়া উঠিবে, সেই জন্য সমাজের সমষ্টিগত সত্তাও পাইবে একটা অটুট আনন্দের সংহতি।

বলা যাইতে পারে, এই রকম আদর্শসমাজে, সঙ্ঘের কোন প্রয়োজন নাই—থাকিবে সমাজ আর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপন ধর্ম্ম আপন কর্ম্ম করিয়া যাইবে, সকলের সমবেত সত্তাই হইবে সমাজের সত্তা ; সেখানে মাঝখানে সঙ্ঘনামক একটা প্রতিষ্ঠান নিরর্থক। ইউরোপে এনার্কিষ্টদের এই রকম আদর্শ। কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে থাকিয়া আলাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলাদা ধরণে চলিলেই মানুষের যে পূর্ণতা হয় তাহা নয়—সে ভাব সে ধরণ যতই ভাগবত স্বাতন্ত্র্যের লীলা হউক না কেন। দল বাঁধা জোট বাঁধা গোষ্ঠীসৃষ্টি করাও মানুষের ভাগবত সত্তার একটা প্রকাশভঙ্গী। Individual soul যেমন সত্য কথা, Group-soulও সেইরকমই সত্য কথা। ব্যক্তিগত আত্মা, গোষ্ঠীগত আত্মা আর সমষ্টিগত আত্মা—একই আত্মার এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকাশ। আত্মার, মানুষের পূর্ণ সার্থকতা এই তিনের যুগপৎ পূর্ণতায় ও সার্থকতায়। আর এনার্কিষ্টদের আদর্শেকেই যদি চরম আদর্শ বলিয়া ধরা যায় তবে সেই আদর্শ পরিপূর্ণ করিবার পথে—ইতিমধ্যে সঙ্ঘবাদ (communism) যে একটা প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী অবস্থা নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

তারপর মহাপুরুষের কথা। এই সঙ্ঘবাদ যদি কোন বিশেষ মহাপুরুষেরই দান হইয়া থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। ফলতঃ জগতে সমাজে যত পরিবর্ত্তন হয় তাহা আকাশ হইতে হঠাৎ পড়ে না, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই তাহা প্রথমে ফুটিয়া উঠে। ভগবান বা প্রকৃতি কাজ করে একটা যন্ত্রের নিমিত্তের ভিতর দিয়া। একজনের ভিতরে যেটা প্রথম প্রকাশ পায়, পরে সেইটাই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, প্রথমে যেটা হয় ব্যাভিচার (exception) সেইটাই পরে হয় নিয়ম (Rule)। সমাজে গোপনে যে জিনিষটা তৈয়ারী হইতেছিল, প্রত্যেকেই মনে প্রাণে আধ আধ অনুভব করিতেছিল—মহাপুরুষ সেইটাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরেন। ফরাসীবিপ্লব প্রথমে এই রকম দুই একজন দ্রষ্টা, কবি, মহাপুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, যেমন রুষো ভলতেয়ার। সোসিয়ালিজম্ আজকাল মানব-মনের সাধারণ ধারার অন্তর্ভূক্ত হইয়া চলিয়াছে একরকম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু প্রথম ইহার উদয় মার্ক্সের মনে। এনার্কিজ্‌মের কবি বা দ্রষ্টা বাকুনিন। বোলশেভিজ্‌মের মাথায় লেনীন।

আসল ও শেষ কথা, কি রকম মহাপুরুষ ও কি রকম তাঁহার ধর্ম্ম? যে মহাপুরুষ যতখানি ব্যাপক ও গভীরভাবে মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, যে মহাপুরুষ কোন বিশেষ সত্য বিশেষ উপলব্ধির উপর জোর দিতেছেন না, কিন্তু সহজ মানবধর্ম্ম, মানুষের অন্তরাত্মার সহিত যিনি আপনাকে সম্মিলিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি যাহা গড়েন সর্ব্বসাধারণেরই জিনিষ—তাহাতে একটা বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, থাকা উচিত ও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য হইতেছে মানবের অন্তরাত্মারই প্রয়োজন ও দাবী। সে রকম মহাপুরুষ নিজেকে সার্থক মনে করেন তখনই, তাঁহার পূজা সার্থক হয় তখনই যখন তাঁহার মুখের কথা শুনিতে বা তাঁহার মতামত প্রচার করিতে ততটা ব্যস্ত নই, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব (personality)-কে বড় করিয়া ফাঁপাইয়া তুলিতে ততটা অধীর নই, যতটা আমাদের প্রয়াস ও সাধনা হয় তাঁহারই মত আমাদেরও প্রত্যেকের জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করা ফুটাইয়া তোলা। তাঁহার দেওয়া সত্য তখনই পূর্ণ হইয়া উঠিবে যখন আমরাও আমাদের নিজের নিজের সত্য লইয়া তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

বুদ্ধিজীবী যাঁহারা, তর্কই যাঁহাদের কাছে প্রমাণ তাঁহাদিগকে আমরা বুঝাইব কি করিয়া ? বাস্তবে, চক্ষু দিয়া যাহা দেখিতেছি না, তাহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার উপায় কি ? বাস্তবের আগে ভাব, কর্ম্মের আগে চিন্তা, বাহিরের আগে ভিতর, দেহের আগে আত্মা, এই সহজ কথাটা যে ধরিতে পারে না তাহাকে তর্ক করিয়া বুঝান মিথ্যা প্রয়াস। তার্কিক জানেন শুধু একটি কথা, ফলেন পরিচীয়তে—যতক্ষণ বাহিরের গোটা ফলটি ঝুলাইয়া না দিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমরা যে তাঁহার কাছে হাস্যাস্পদই হইতে থাকিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ফল যদি গাছে একবার ধরে, তবে এই সন্দেহবাদীরাই সকলের আগে তাহা কুড়াইতে ছুটিয়া আসিবেন, প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইবেন এই ফল কেমন অব্যর্থ পরম্পরায় ঘটিয়াছে—ইহা খুবই স্বাভাবিক, ইহার অন্যথা হইতেই পারিত না।

অঘটন—miracle আমরা বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করিলে যেন আমাদের বুদ্ধির ধার কিছু কমিয়া যায়। তাই আমরা সকল ঘটনাকে কার্য্যকারণের সম্বন্ধে বাঁধিয়া দেখাইতে সচেষ্ট। নূতন একটা জিনিষ জগতে হইবে বলিতেছ, অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিব, প্রমাণ ? কোথায় কবে দেখিয়াছ এমন হইয়াছে ? ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন অর্থাৎ অস্বাভাবিক জিনিষ আকস্মিক জিনিষ কোনদিনই কিছু হয় নাই। দেখাও কোন ঘটনা, আমি বিশ্লেষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেখাইয়া দিব কি রকমে তাহা ঘটিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করিয়া ঘটনাশৃঙ্খলা খুলিয়া দেখাইতে যে বুদ্ধি এত সুপটু, সে কেবল যাহা হইয়া গিয়াছে, শুধু অতীতের বিষয় লইয়াই সে কার্য্যটি করিতে জানে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে তেমনি করিয়া বলিতে পারে না কেন? যে ভবিষ্যৎ জিনিষ খুবই স্বতঃসিদ্ধ তাহার সম্বন্ধেও পর্য্যন্ত দেখি সে ভুল করিয়া বসে। বুরবন রাজবংশ কেমন বনিয়াদী হইয়া ফরাসীর রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রলয়ের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত কয়জন বুঝিয়াছিল ভাবিয়াছিল যে সব ডুবিতে চলিয়াছে? কাইজর উইলহেলম্, জার নিকলাস এতবড় সাম্রাজ্য অতুল প্রতাপে চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও miracleকে বিশ্বাস করেন নাই— তাঁহারা ত করেন নাই, আমাদের বুদ্ধিজীবী মহা মহা রাজনীতি-বেত্তারাই বা, যাঁহারা কার্য্যকারণজ্ঞ বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন, তাঁহারাই কয়জন বুঝিয়াছিলেন? এই বুদ্ধি লইয়াই ত আমরা আবার দম্ভ করি—ইহারই সহায়ে ভবিষ্যতের মানচিত্র আঁকিয়া দিতে চেষ্টা করি।

বস্তুতঃ অঘটন বা অপ্রত্যাশিত কিছু যে ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই না, তাহার কারণ ঘটনাগুলি হইয়া গেলে পর আমরা দেখি, বিচার করি, তখনই কার্য্যপরম্পরা খুঁজিয়া পাতিয়া মিলাইয়া লই, নানাদিক হইতে নানাভাবে ইহার অব্যর্থতার প্রমাণ স্তূপীকৃত করি। আমরা কারণ হইতে কার্য্যে পৌঁছি না, কার্য্য দেখিয়া কারণে পৌঁছিতেই চেষ্টা করি, অথচ কারণই আগে, কার্য্য পরে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাই বুদ্ধি অল্পদৃষ্টি—কারণ, সে দেখিতেছে বর্ত্তমানের কারণ-শক্তি সব—তাহাও নয়, সে দেখিতেছে অতীতের কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব, এই অতীতের কার্য্যের মধ্যে কতখানি কি ভবিষ্যতের কারণ-রূপে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা ত সে দেখিতেছে না।

ভবিষ্যৎ যখন বর্ত্তমান বা অতীত হইয়া যাইবে তখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, কিরূপে এমন হইল। প্রকৃত পক্ষে জগৎ প্রতিপদে অঘটন হইতে অঘটনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে—আগে হইতে জানিলে যাহাকে অঘটনই বলিতাম, ঘটনার পরে তাহাকে জানিতেছি বলিয়া প্রথম চমকিত হইলেও তাহাকে অবিলম্বে খুব স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকি। নূতন ভবিষ্যতের কি কারণ-শক্তি বর্ত্তমানে খেলিতেছে তাহার কথা আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্য্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

সুতরাং তর্ক করিয়া কথায় বুঝান অপেক্ষা আমরা অবিশ্বাসীকে—গীতার কথায়, অব্যবসায়ীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব আমাদের জীবন দিয়া, আমাদের জাগ্রত সাধনা তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া। যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, ভিতরের দিব্য আলোক যাহাদের ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা সকলে অগ্রণী হইয়া আমাদের সাথে এস। আমাদের সম্মিলিত প্রতিভা আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি জাগ্রতেই ফলাইয়া অন্ধেরও চোখ ধাঁধাইয়া দিব। বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার শ্রেষ্ঠ কৌশল হইতেছে প্রাণকে আগে পরাস্ত করা। কারণ বুদ্ধি গ্রহণ করে প্রাণেরই ছাপ। বুঝিতে চাহে না যে, পারে না যে, তাহাকে বুঝাইতে হইলে পৌঁছিতে হইবে তাহার প্রাণের দুয়ারে। আর প্রাণে আঘাত দিতে হয় প্রাণ দিয়া। জলন্ত তপঃশক্তি অশ্রদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া দিবেই—সে ভস্মরাজি হইতেই ফুটিয়া উঠিবে জ্ঞানের স্নিগ্ধ শান্ত শতদল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ ভজন

(১)

তোমরা সবাই ভগবানের পিছনে ছুটে চলেছ। বেশ কথা, আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই। বরং সে জন্য তোমাদেকে খুবই বাহবা দেই। কারণ বিশ্বমানবের মধ্যে কটা লোক ভগবানের কথা ভাবে, তাঁর পিছনে লেগে থাকা ত দূরের কথা। কিন্তু আজ আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। কথাটা শুনে আঁৎকে উঠো না, তা সে যতই অদ্ভুত বলে বোধ হোক না কেন। আমার মনে হচ্ছে তোমরা বড় একবগ্‌গা ছুটে চলেছ—এদিক ওদিক একটু চেয়ে দেখবার তোমাদের যেন তর নেই। ভগবানের নামে তোমরা এত মেতে গিয়েছ যে মানুষ জীবটাকে আর আমলেই দিচ্ছ না। তোমাদের ভাবগতিক দেখে বোধ হয় মানুষটাকে জগৎ থেকে তাড়িয়ে খেদিয়ে দিয়ে, তার জায়গায় আস্ত ভগবানকে তোমরা বসিয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমি যে কথাটা বল্‌তে যাচ্ছিলেম তা ও নয়, তা আরও একটু কঠোর জিনিষ।

আমি বলি কি, ভগবানের চেয়ে মানুষকে ভালবাসা বেশী কঠিন। বিজ্ঞের হাসি হেস না, বুঝিয়ে বলছি, বেশ করে শুনে যাও, তারপর ভেবে দেখো। আচ্ছা, ভগবানকে মানুষ চায় কেন আর কখন অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভাবে, আন্তরিক ভাবে? তোমাদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বল না, কখন ভগবানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ ভজন

তোমরা বাস্তবিক প্রাণ ভরে চেয়েছ? সে কি মানুষের উপর রাগ করে নয়? মানুষ আগে মানুষকে ভালবাসতে যাবে এ ত খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যে মানুষ চায় প্রকৃত ভালবাসা, মানুষকে ভালবাস্‌তে গিয়ে তার হয় কি? সে দেখে মানুষ ভালবাস্‌তে জানে না পারে না, সে তার আত্মার তৃপ্তি সেখানে পায় না, কি একটা অভাব অসম্পূর্ণতা যেন এই মানুষী ভালবাসার সাথে চির-কাল মিশে আছে। তাই সে ভালবাসার অন্য পাত্র খুঁজতে থাকে। প্রথম প্রথম সে মনে করে যে-মানুষটিকে সে ভালবাস্‌ছে সেই ঠিক ঠিক পাত্র নয়—তাই তাকে ছেড়ে আর একজনকে ধরে চেষ্টা করে। কিন্তু এই রকম আর একজন আর একজন করে—কত জন তা নির্ভর করে তার স্বভাবের প্রকৃতির উপর—সর্ব্বত্র বিফল হ'য়ে, সে দেখে তার অন্তরের সে প্রেমমূর্ত্তি তা কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়, তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ জগতে মরবস্তুর মধ্যে মিটবার নয়। ভিতরের যখন এই অবস্থা তখনই সে ভগবানের দিকে, পূর্ণ প্রেমস্বরূপ একটা কিছু কল্পনা করে তার দিকে তার মনপ্রাণ ছুটে চলে। আর ভগবানের উপর আন্তরিক ভালবাসার বীজ এখানেই। তোমাদের অনেকে হয়ত বল্‌বে তা কেন মানুষের উপর বিরক্ত হয়ে আমরা ভগবানকে ভালবাসতে চলি নি। মানুষকে ভালবেসেছি মানুষের মতন করে, জানি যে সে ভালবাসার চেয়ে ভগবানকে ভালবাসা বড় তাই প্রকৃত যে ভালবাসা তা প্রথম থেকেই ভগবানের চরণে সঁপে দিয়েছি। বেশ, কিন্তু এ কথার মানে কি? প্রথমতঃ ভগবান ভগবান করে যখন চারিদিকে একটা রব উঠেছে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থাৎ যাদের ভালবাসার বয়স ঠিক ঠিক হয় নি তারা যে মানুষকে ডিঙ্গিয়ে একেবারে ভগবান্‌কে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরবে তা খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এটা ত সত্যকার ভালবাসার টান নয়, এটা যে ফ্যাসান মাত্র। তারপর যখন বল্‌ছ মানুষকে ভালবাসার চেয়ে ভগবানকে ভালবাসা যে বড় তা জানা কথা তখন তোমার মুখে একটা ধরতাই বুলি ফুটে উঠছে মাত্র— মানুষকে ভালবাসা কি তাও জান না, ভগবানকে ভালবাসা কি তাও বোঝ না, ভালবাসা পদার্থটা কি তাও হৃদয়ঙ্গম কর নি। জানা কথা, শোনা কথার ওপর নয়, খাঁটি নিরেট যা কিছু গড়ে ওঠে তা গড়ে ওঠে কেবল অনুভবের, অভিজ্ঞতার, উপলব্ধির ওপর। তুমি মানুষ, ভালবাসার যা কিছু টান, মাধুর্য্য, মহত্ত্ব তা শুধু জান্‌তে পার মানুষকে ভালবেসে, অন্ততঃ তার আরম্ভ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষে। তা না করে, অজানা অচেনা কোন ভগবানের উপর প্রথম থেকেই যে ভালবাসার আরোপ, তার বেশীর ভাগ কবিত্ব, মায়া কল্পনা, তার মধ্যে খাঁটি সার জিনিষ খুব অল্পই তাই মানুষকে ভালবাসার চেষ্টা না করে যে আগেই ভগবানকে ভালবাসতে গিয়েছে সে মানুষী ভালবাসার সামান্য একটু রস পেলেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে, এ ঘটনা যদি প্রায়ই ঘটে থাকে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মানুষী ভালবাসার মধ্যে পরিতৃপ্তি না পেয়ে যে ভগবানের দিকে চেয়েছে তার পতনের সম্ভাবনা খুব কম। তাই বলে আমি এমন কথা বল্‌ছি নে, যে কোথাও সে রকম জন্মসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেমিকের আবির্ভাব হতে পারে না। তা নয়, কিন্তু সে রকম মহাপুরুষ খুব বিরল। তোমাদের আমাদের মধ্যে মোটেও আছে কি না সন্দেহ— না থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, ক্রমে তা বল্‌ছি।

সুতরাং মোট কথাটা এই, মানুষের উপর অভিমান করে আমরা ভগবানকে ভালবাসতে যাই। মানুষের কাছে, মানুষের মধ্যে যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রেমের পূর্ণ তৃপ্তি হত, আমার আত্মার আমার সমস্তখানির সকল অভাব সকল আকাঙ্ক্ষা মিটত তবে কে ভগবানের খোঁজ করে মরতে যেত? কিন্তু এই যে তৃপ্তি হয় না, এই যে আশা মেটে না সেটা কার দোষ? সেটা কি মানুষেরই দোষ, তার স্বভাবগত? মানুষী পাত্রে পূর্ণ প্রেম কখন ধরে না—এটা কি প্রকৃতির ধর্ম্ম, সৃষ্টির চিরন্তন সনাতন অকাট্য নিয়ম? কিন্তু সে কথা কেউ তলিয়ে দেখে না। মানুষের কাছে বিফল হয়েই আমরা বলে উঠি, মানুষ পদার্থটাই অপদার্থ, তা নিয়ে কিছু হ'বার যো নেই, সেখানে কেবল ক্লেদ ময়লা সঙ্কীর্ণতা—দেখি ভগবানকে নিয়ে কিছু করা যায় কি না।

বাস্তবিক, ভগবানকে ভালবাসতে গিয়ে দেখি, মানুষকে ভালবাসার যে সব আনুষঙ্গিক জালজঞ্জাল তা অনেক কেটে গিয়েছে। প্রাণটা হাঁপ ছেড়ে বলে, কি আপদ থেকেই উদ্ধার পেয়েছি। কারণ, যে সব দাবীদাওয়া নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাই সে সব দাবীদাওয়া ভগবান সম্বন্ধে খাটে না। মানুষকে দেখলেই, তার সংস্পর্শে আস্‌লেই যে সব ভাব স্বতঃই জেগে ওঠে, ভগবানের দিকে তাকালে, তাঁর সাথে সম্বন্ধ পাতাতে গেলে সে সব ভাব কেমন আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়। মানুষী ভালবাসার দুটি আপদ, এ দুটিই সকল অতৃপ্তির মূল। প্রথম শরীরের টান অর্থাৎ কাম। দ্বিতীয় 'আমার' এই বোধ, কর্ত্তৃত্বাভিমান। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কাছে ভালবাসার অর্থই হচ্ছে এ দুটি জিনিষ। আমি অমুককে ভালবাসি, তার মানে, সে আমার, সে আমারই আর কারো নয়, তার উপর আর কারো কিছু অধিকার নেই, সে আমার ধন আমার সম্পত্তি, সুতরাং তাকে নিয়ে আমি যা খুসি করবো। তার পর সে আছে আমাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে, আমার আনন্দের আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগের জন্যে, এক কথায় সে আমার ইন্দ্রিয়ের খোরাক। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে শুধু এই ভাবে। কিন্তু এ ভাবের আছে একমাত্র পরিণতি। এভাব নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর না হতেই দেখি আমি যাকে ভালবাসি সে কিছুতেই এরকম আমার হয়ে উঠছে না। মানুষ ত টাকাটা নয়, যে আমার বাক্সবন্দী ক'রে রাখবো বা তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ব! আমি যেমন চাই তাকে আমার করতে সেও তেমনি চায় আমাকে তার করতে—রূপকথার সেই দুটি সাপের মত যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে গিলতে চাই। এ কথা বুঝেও বুঝি নে যে আমি যেমন একটা সজীব সজ্ঞান সচল জিনিষ সেই রকম আর প্রত্যেকেরই আছে নিজের ইচ্ছা, পছন্দ, টান, দাবী। কে কাকে আপনার সব বলি দিবে বা দিতে পারে? ফলে তাই রেষারেষি, ছাড়াছাড়ি, হতাশা, ঔদাসীন্য। শরীরের ভোগের সম্বন্ধে সেই একই কথা। হয় শরীরের ভোগও তার সম্পূর্ণ হয় না, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে—নয় শরীরের সমস্ত ভোগের পরেও থেকে যায় কি একটা অভাব অতৃপ্তি নতুবা আসে অতিতৃপ্তি ঘৃণা, অবসাদ বৈরাগ্য।

কিন্তু যখন বলি ভগবান, তখন এ দুটি ভাব যেন ধরে থাকবার আর কোন আশ্রয়ই কিছু পায় না। ভগবানের নাম করতে এমন একটা জিনিষ মনে জেগে ওঠে, যাকে চোখ ঘুরিয়ে 'আমার' বল্‌তে হাসি পায়, যার ওপর শরীরজ দাবী করার কথা মনে একেবারে খেলেই না। কারণ ভগবান আর যা কিছুই হ'ন না কেন, তাঁর সম্বন্ধে প্রথম আর সাধারণ কথা হচ্ছে এই যে তিনি আমারই নন, তিনি সকলের আর আমার মত তাঁর শরীর নেই, অন্ততঃ 'ত্বং স্ত্রী' বা 'ত্বং পুমান' বলে তাঁকে ধরে বস্‌তে পারি নে। সুতরাং এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটি দাবী যখন খসে পড়ে, যেন ভালবাসার দুটি প্রধান দায় থেকে মুক্তি পাই, কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাণ তাঁকে ভালবাসার অন্য পন্থা খুঁজতে থাকে। তাই আমি বলছিলাম মানুষকে ভালবাসার চেয়ে ভগবানকে ভালবাসা সহজ। অবশ্য প্রথম প্রথম বা মাঝে মাঝে মানুষী-ভাব আবার আক্রমণ করে, ভগবানের ওপরও মানুষী-ভাব আরোপ করতে চাই এবং অনেক কবিতা ফলাই কিন্তু একটু পরেই দেখি সে সব ঠিক ঠিক চলে না। মানুষের কাছে যে সব আশা নিয়ে যাই, তাতে বিফল হ'য়েও যদি আবার তারই কাছে আসতে চাই তবে সেই সব আশাই ফিরে জেগে উঠবে। কিন্তু ভগবানের কাছে যেতে হ'লে সে সব আশার গোড়া কেটে তবে যেতে হয়। আশার আশায় বসে বসে থাকার চেয়ে একেবারে নিরাশা নিশ্চিন্ত হওয়া কি অনেক সহজ নয়?

কিন্তু এই যে মানুষের কাছে আশা, এটা কি একেবারেই মরীচিকা? আমি যেমন পূর্ব্বেই প্রশ্ন তুলেছিলেম, এটা কি মানুষের ধর্ম্ম তার প্রকৃতিগত দোষ যে সেখানে ভালবাসার তৃপ্তি হ'তে পারে না? আমি বলি তা নয়। মানুষের দোষ নয়, মানুষের ভালবাসার ধরণের দোষ। ভগবানকে ভালবাসার চেয়ে মানুষকে ভালবাসা কঠিন, কঠিন বটে কিন্তু অসম্ভব নয়। আর কঠিন বলেই, আমি বলি মানুষের ভালবাসা ভগবানের ভালবাসার চেয়ে বড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

মানুষকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা এই দুই ভালবাসার তুলনা আমি করছিলেম। বলছিলেম ভগবানকে ভালবাসার চেয়ে মানুষকে ভালবাসা কঠিন আর বড়। কারণ, ভগবানকে ভালবাসা অর্থ শরীর প্রাণ বাদ দিয়ে অশরীরীর সাথে আত্মার সাথে যুক্ত হওয়া। মানুষকে ভালবাসা অর্থ শরীর প্রাণ সমস্ত রেখে, এদের দাবীকেও পূরণ করে, তারই মধ্যে দুই আত্মার মিলন,—শুধু আত্মার নয়, দুই শরীর দুই প্রাণ দুই মনের একীকরণ। বাহিরের বস্তুকে জগৎকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বা তাদের খেলাকে নাম মাত্র বজায় রেখে আত্মার শুদ্ধ আনন্দে মজে থাকা অনেক সহজ। কিন্তু বস্তুর মধ্যে জগতেরই মধ্যে আত্মার শুদ্ধ আনন্দকে শরীর প্রাণের সহায়ে ভোগের সহায়ে মূর্ত্ত জাগ্রত করে ধরা বড়ই কঠিন। বেশীর ভাগ সাধকই অতি বিপজ্জনক বা অসম্ভব বলে সেদিকে চেষ্টা করেও দেখতে চান নি। কিন্তু তোমরা চাইছ জীবনকে জগৎকে, মানুষের মধ্যে দেবখেলা ফুটিয়ে তুলতে, তোমরা সাহসী হয়েছ, তোমাদের এ বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকা সাজে না।

ভগবানকে ভালবাসা চাই, ভালবাসার স্বরূপ জানবার, পাওয়ার জন্য। অশুদ্ধ মানুষ তার অশুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে ভালবাসাকে আবদ্ধ করে রাখে তার দেহের লিপ্সা, তার প্রাণের ক্ষুধা, তার মনের অহমিকা অর্থাৎ অধিকারী-বোধের মধ্যে। এইখানেই তার ভুল। মানুষকে আরম্ভ করতে হয় বটে তার অশুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশুদ্ধ প্রকৃতিই যে তার মালমশলা, তার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এটিকে চরম বলে সে ধরে থাকে তাই তার ভালবাসার ব্যর্থতা, তাই আসে অতৃপ্তি, হতাশা, বৈরাগ্য। প্রেমের মধ্যে কাম আছে, এমন কি সেখানে একরকম অহংকারও আছে। কিন্তু সে কাম সে অহংকার শুদ্ধ ও সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন তাদের পেছনে জেগে থাকে প্রেম। মানুষ কিন্তু এ প্রেমের খোঁজ করে না, কাম ও অহংকারের তৃপ্তি পর্য্যন্ত এসেই থেমে যায়, প্রেমের খেলায় এ-দুটিকেই প্রধান করে তুলে ধরে। সাধককে এ-দুটি তাই অতিক্রম করতে হবে। অশুদ্ধ কামের খেলার পর, আগে চাই শুদ্ধ প্রেমের সাধনা। তার অর্থ ভগবানকে ভালবাসা—যেখানে কামের উৎপাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। তার পর কিন্তু আবার মানুষের কাছে ফিরে আসতে হয়, নতুবা জীবনের কোন অর্থ থাকে না, কারণ সে ভগবৎ-প্রেম নির্ব্বাণেরই একটা রূপ মাত্র। ফিরে আসতে হয় কিন্তু নতুন একটা দৃষ্টি নিয়ে। নিজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে তখন দেহ আর প্রাণকে, ভোগকেই বড় করে দেখিনে। তখন আগে দেখি অনুভব করি মানুষে মানুষে যে মিলন, প্রিয় ও প্রিয়ার যে মিলন তা হচ্ছে ভগবানের সাথে ভগবানের মিলন, আত্মায় আত্মায় চুম্বন। মানুষকে যখন এই কামগন্ধহীন প্রেমে আলিঙ্গন করতে পারি, তখনি কেবল সেখানে কামের খেলা পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে। তখন দেখি আমি শুধু ভালবাসছি না, ভালবাসা পাচ্ছি না সেও শুধু ভালবাসছে না, ভালবাসা পাচ্ছে না—আমাদের উভয়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণেরই যুগলমিলন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

সব সাধনার আছে তিনটি স্তর। প্রথম, প্রাকৃত মানুষভাব; তারপর এর উল্টো যা, একবারে আর এক সীমা—দেবভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পর শেষে, এই দুই এর সামঞ্জস্য যেখানে সেই দিব্যমানুষ বা সিদ্ধভাব। প্রথমে মানুষ, তারপর ভগবান, শেষে ভাগবত মানুষ। প্রথম শুধু শরীর, তার পর শুধু আত্মা, তার পর অধ্যাত্মশরীর।

তবে এখানে একটি কথা আছে। সকল সাধককেই যে এই রকম ধাপের পর ধাপে, ধীরে ধীরে উঠতে হবে, প্রত্যেক স্তরের খেলাকে একেবারে পূর্ণরূপে শেষ করে তবে আর একটি আরম্ভ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। প্রাকৃত স্তরের যত দাবী তা পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিতে হবে আর তারপর একদম হয়ে যেতে হবে সাধু, তার পর আবার ফিরে মানুষের সমাজের মধ্যে বাসা করতে হবে এমন কোন কাটাছাঁটা নিয়ম নেই। মনে রেখো, ভোগ আর বৈরাগ্য এদুটির খেলা বাহিরের জীবনে প্রকাশ না হলেও হতে পারে। সংসারীর যে ঠাট, সাধুর যে ভেক তা কোন না কোন সময়ে যে আমাকে গ্রহণ করতেই হবে তা নয়। সাধনা হচ্ছে প্রধানতঃ ভিতরের জীবনের কথা। যা ক্ষয় কর্‌বার তা ভাবজগতে ক্ষয় করতে হয়, যা আহরণ কর্‌তে হয় তা আগে সেখানেই আরম্ভ কর্‌তে হয়। সুতরাং সাধারণভাবে আমরা যেমন আছি তেমনি ভাবে থেকেই, তার মধ্যেই উদ্বোধন কর্‌তে হবে যে অসাধারণ জিনিষটি আমাদের লক্ষ্য।

কথাটি বোধ হয় খুব দার্শনিক গোছের হয়ে উঠ্‌ল, তাই সাদা ভাষায় বল্‌ছি। প্রাকৃত জীবনের অপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে গেলে জীবনের সব ভোগ শেষ কর্‌তে হবে, তার সব বিষ গলাধঃকরণ কর্‌তে হবে তা নয়। তার একটু রসাস্বাদ পেলেই মানুষ অর্থাৎ যার মধ্যে সাধনার বীজ কিছু পড়েছে সে প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারে যে এটী সব নয়, আরও কিছু চাই। কিন্তু আরও কিছু চাই বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সেটাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে এমনও কোন প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতের মধ্যে থেকে অতি প্রাকৃতের খোঁজ চলতে পারে। অর্থাৎ কামের জগতে থেকে কামকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমের উদ্বোধন করা যেতে পারে। আমার মতে তোমাদের যে উদ্দেশ্য তার সফলতার জন্যে এই পথই শ্রেয়। কারণ মাঝে মাঝে কামের উপর বৈরাগ্য আসা দরকার হলেও, কাম জিনিষটাকে আমূল ধ্বংস করে দিয়ে তবে যিনি প্রেমকে ধরতে যান, শরীরকে বধ করে যিনি আত্মাকে পেতে চান তিনি প্রেমকে, আত্মাকে পেতে পারেন কিন্তু ফিরে আবার কামকে শরীরকে প্রেমে ও আত্মায় সঞ্জীবিত করে তোলা তাঁর পক্ষে একটু কষ্টকরই, বোধ হয় অসম্ভবই। কারণ উদ্দেশ্য ত কামকে দেহকে শুদ্ধ করা, সে জন্য দরকার তাদেকে জীইয়ে রাখা, তাদের দাবী বজায় রাখা, তাদেকে নিয়ে নাড়া চাড়া করা। নতুবা একেবারে বাদ দিয়ে রাখলে, আবার যখন ফিরে আসবে, কাম তখন তার পূর্ব্বেকার অশুদ্ধরূপ নিয়েই ফিরে আসবে, কামের সাধনায় তোমাকে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। তাই পূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে প্রহ্লাদের মত জন্মসিদ্ধ বা জন্মসাধু হতে বারণ করছিলেম। শুধু অধ্যাত্মসিদ্ধির বলেই যদি আধিভূতের, শরীরের সিদ্ধি হত তা হলে শঙ্করের মত মহাসন্ন্যাসীকেও উভয়ভারতীর কাছে নূতন করে এক গুপ্ত দীক্ষা নিতে হয়েছিল কেন ?

আমার মোটকথা এই, মানুষকে বাদ দিয়ে ভগবানের খোঁজে চ'লো না, তোমার নিত্যনৈমিত্তিক স্পৃহা যে সব তাদেকে ছেড়ে ছুঁড়ে ফেলে আকাশের দিকে উধাও হয়ে যেও না। যে তোমার প্রিয়জন প্রেমাস্পদ সে যদি মানুষই হয় তবে তাকে দূরে দূরে রেখো না, মানুষরূপেই তার সাথে মেলামেশা কর, আর তার মধ্যেই ফুটিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুল্‌তে চেষ্টা কর দেবভাব, ভাগবতপ্রেম। মানুষকেই দেখ কিন্তু দেবতার চক্ষু দিয়ে, প্রণয়িণীকে ভালবাস কিন্তু ভগবানের হৃদয় দিয়ে।

অনেকে বল্‌বেন আমি লোককে আগুন নিয়ে খেলতে উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু উপায় কি? সমস্ত জগৎটাই যে আগুনময়—জীবন অর্থই যে আগুন। আজ নয় কাল এ আগুন নিয়ে খেল্‌তেই হবে। মানুষকে আমি চোখ বুজে চলতে বলিনে, আমি মানিনে যে মানুষ টোটকা জিনিষ, এক টোক্কাতেই ভেঙ্গে পড়বে। আমি চাই সে সব দেখুক বুঝুক, দিনের পূর্ণালোকেই চলুক। এতে তার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। মানুষের শক্তির সামর্থ্যের উপর আমার আছে অগাধ শ্রদ্ধা।

সকলের শেষে একটা কথা বলে আমি নিরস্ত হব। তোমরা হয়ত মনে কোরবে আমি আমার নিজের মনগড়া একটা থিওরি বল্‌ছি—আমার কথায় তোমাদের তাই অবিশ্বাস থেকে যেতে পারে। কিন্তু আমি এ তত্ত্বটি মোটেও গড়াই নি। এ সাধনা আমাদের দেশে খুবই জানা আছে। বৈষ্ণবসাধকগণ এই সাধনারই মহিমা ব্যাখ্যান করে গেছেন—

মানুষ সবার পর মানুষ ভজন।
মানুষ সবার বড় বেদবিধি পার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলের বল

কথায় আছে, দুর্ব্বলের বল ভগবান। একদল লোক আস্তিকের এই স্বীকারোক্তিতে বড়ই খুসি। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠেন ঠিকই ত, দুর্ব্বলের জন্যই ভগবান অর্থাৎ শক্তিমানের জন্য ভগবানের দরকার নাই। নিজের উপর যাহাদের আস্থা নাই, নিজের শক্তিতে যাহাদের ভরসা নাই, যাহারা অলস নির্বীর্য্য, তাহারাই নিজে ছাড়া নিজের বাহিরে একটা অদৃশ্যশক্তির কল্পনা করিয়া তাহার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। 'গুঁতোর চোটে বাবা বলায়'—প্রকৃতির গুঁতোর চোটে আমরা যখন ত্রাহি ত্রাহি করি, তখনই মধুসূদনের নাম আমাদের জিহ্বার আগায় আসিয়া পড়ে। উপায় যখন কিছু করিয়া উঠিতে পারি না, চারিদিকে যখন অন্ধকার দেখি, ঘোর তমোভাব যখন ঘিরিয়া ধরে তখন সকল ভার একটা ভগবানের উপর চাপাইয়া দেই—যেন আমার দোষ কিছুই নয়; যত দাবীদাওয়া ভগবানের ঘাড়ে দিয়া নিজে নিষ্কৃতি পাইতে চাই। কিন্তু এ চোখের ঠারে মন ভুলান মাত্র। ফল ভোগ করিতে তুমিই কর, তা ভগবানের নামে পিঠ তোমার যতই কুলা কর না কেন, আর কানে তুলা ভর না কেন। কিন্তু শক্তিমান যে, সে জানে তার নিজের শক্তিতেই যাহা হইবার তাহা হইতেছে, যাহা না হইবার তাহা হইতেছে না। কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের দায়িত্ব আমার নিজেকেই লইতে হইবে। আমার কাজ আমাকেই করিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি তা করিয়া দিবে না, অজানা কোন কেউ আসিয়াও করিয়া দিবে না। আমার শক্তি থাকে করিব, না থাকে না করিব। ভগবানের এখানে কোন কথা নাই। অলস দুর্ব্বল যে সেই চায় পরের উপর নির্ভর করিতে, পরের দোহাই দিতে। ভগবান হইতেছে কাপুরুষের সৃষ্টি। উত্তমের জন্য ভগবান নয়, ভগবান হইতেছে অধমের জন্য —পাশ্চাত্যের ভাষায়, ভগবানকে জানা হইতেছে slave morality.

আপাততঃ আমরা শক্তিমানের উত্তমের কথা কিছু বলিব না, দুর্ব্বলের অধমের সম্বন্ধেই কথাটা বিচার করিব। আচ্ছা, দুর্ব্বল ভগবানকে মানিয়া সবল হয় কি না? আপনার দীনতা বুঝিয়া, ভগবানে সব সমর্পণ করিয়া অধম উত্তমই হইয়া উঠে কি না? যদি হয়, তবে তো বড়ই আশ্চর্য্য! নিজের মন গড়া একটা ভূয়া জিনিষের এত বড় প্রভাব, এতখানি কার্য্যকরী শক্তি? কাল্পনিক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দুঃখী তো শান্তি পায়ই, পঙ্গুকেও যে সময়ে সময়ে গিরিলঙ্ঘন করিতে দেখি। কেন এমন হয়? মিথ্যা কি তবে অঘটনকেও ঘটাইতে পারে? উত্তরে বলা যাইতে পারে কল্পনার, মিথ্যার এ রকম শক্তি আছে। নেশাখোর নেশায় মাতিয়া যে আনন্দ পাইবে, এমন কি সাময়িক বলসঞ্চয়ও করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের নয়। হিপনটিক্ প্রভাবে মানুষ যে সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া কতখানি অসাধারণ হইয়া পড়ে, তাহার উদাহরণ ত যথেষ্টই পাই। কিন্তু নেশা বা হিপনটিক্ শক্তি ত মিথ্যা নয়, উহাদের ফলও মিথ্যা নয়। কল্পনা যতক্ষণ কল্পনা, ততক্ষণ তাহা ত সত্যই। শুধু এইটুকু স্বীকার করা যাইতে পারে, এ রকম অবস্থা শুধু সাময়িক। কিন্তু ভগবানে শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধার ফলে শান্তি ও শক্তি সাময়িক না-ও হইতে পারে, আর সাময়িক হইলেই যে তা অসত্য, তাই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করিয়া বলা যায়? উত্তরে আবার বলা হইবে জীবনভোর নেশা বা হিপনটিজ্‌মের মতই উহা যদি অসত্য না বলিতে চাও তবে উহা অস্বাভাবিক, মানুষের উহা সুস্থ সহজ অবস্থা নয়।

কিন্তু কেন? নেশা বা হিপনটিজ্‌মের উপর আমাদের অশ্রদ্ধা, কারণ উহারা সাময়িক উত্তেজনা যেমন আনিয়া দেয়, তেমনই আবার ভীষণ অবসাদও উহাদের ফল। নেশায় বা হিপনটিক্ শক্তিতে ভরপুর হইয়া জীবন আমরা কিছু সুশৃঙ্খলভাবে অতিবাহিত করিতে পারি না। শুধু নিজের মনগড়া কল্পনা লইয়া আমি থাকিতে পারি কেবল নিজের মধ্যে, নিজে এ রকম কল্পনা লইয়া পরের সাথে মিশিয়া ঘর সংসার করা চলে না। কিন্তু ভগবানকে লইয়া জীবন যদি আরও সুন্দররূপে পরিচালিত করিতে পারি, পরের সাথে যদি আরও সুষ্ঠু-রূপে মিলিতে মিশিতে, কাজকর্ম্ম করিতে পারি, তবে তাহাকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? ভগবানকে অনেকে নেশারূপে ধরে স্বীকার করা যাইতে পারে, সে রকম লোক তাই জীবনের কাজে তেমন উপযোগী নয়, তাহারা নিজেরাই সংসার হইতে জগৎ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের কথা তুলিব না, তাহাদের উপলব্ধির মূল্য বা সত্যাসত্য আমরা বিচার করিব না। কিন্তু সকলেই এ রকম নয়, এ রকম হইতে বাধ্য নয়। নেশা বা কল্পনা বা মিথ্যা যদি এমন হয় যে তোমরা যাহাকে সত্য বলিতেছ তাহারই মত বা তাহারই অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্যকরী, সুফলপ্রদ, স্থির সুসমঞ্জস, তবে সত্য অপেক্ষা সেই মিথ্যাই ত বড় সত্য। অস্বাভাবিক যাহা বল, তাহা হইতেছে মহত্তর স্বভাব।

তুমি এখানে একটু ফাঁক পাইয়া হয়ত বলিবে, ঠিক কথা, মানুষ যখন ভগবানের দোহাই দেয় বা ভগবানের উপর নির্ভর করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তবিক পক্ষে, সে ভগবানের নিকট হইতে কোন ফল পাইতেছে না, ভগবানের নাম দিয়া সে নিজের শক্তিকে, সামর্থ্যকে আহ্বান করিতেছে মাত্র। ভগবানের কথা ভাবিয়া মানুষ যে শান্তি বা শক্তি পায়, তাহা তাহার নিজেরই শান্তি, নিজেরই শক্তি। ভগবানকে ডাকিলে শান্তি ও শক্তি পাইব, আমার এই বিশ্বাস, এই চিন্তা, এই শ্রদ্ধাই শান্তিকে, শক্তিকে পাওয়াইয়া দেয়—আমি আমাকে ভাবি যেমন হই-ও তেমন। ইহাতে ভগবানের কৃতিত্ব কিছুই নাই। তবে ভগবানকে ডাকা কেন? স্পষ্ট নিজের উপর নিজে দাঁড়াইলে ঐ একই ফল হয়। আরও ত দেখি, ভগবানও কিছু miracle ঘটাইয়া দেন না। ভগবানের কাছে আকাশের চাঁদ চাহিলে মুঠোর মধ্যে অমনি তুমি চাঁদকে পাও না। ভগবানের শক্তির সীমা তোমারই নিজের শক্তির সীমা—Heaven helps those who help themselves, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু অবোধ মানুষ বুঝে না, নিজের দায়িত্ব নিজে সোজাসুজি লইতে চায় না, সে চায় একটু ঘুরিয়া চলিতে, কুইনাইনের বড়িকে একটু চিনি মাখাইয়া খাইতে। তাই ত বলিতেছিলাম, ভগবান হইতেছেন অধম—অধম না বলিতে চাও, মধ্যমের আশ্রয়; উত্তমের আশ্রয় উত্তম নিজেই।

কিন্তু আমরা কথার মারপ্যাচে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিতেছি। আমাদের তাই সংজ্ঞানির্ণয় করা উচিত। ভগবান কি আর তোমার 'নিজ'ই বা কি? যদি বল ভগবান হইতেছে 'আমি'-ছাড়া কিছু আর 'আমি' হইতেছি ভগবান ছাড়া কিছু, তবে আমি তা স্বীকার করিব না। 'আমি' বলিতে বুঝি একটা সসীম কিছু—শুধু এই সীমা এক এক জনের কাছে এক এক রকম। 'আমি' বলিতে কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝে শরীরের পুষ্টি, কেহ বা বুঝে শরীরের পুষ্টি ও মনের ঋদ্ধি; কেহ বুঝে সংসার চালাইবার শক্তি, কেহ বা বুঝে সাম্রাজ্য চালাইবার শক্তি ; কেহ বুঝে স্ত্রীপুত্রের জন্য কাঁদিবার প্রাণ, কেহ বা বুঝে দেশের দশের জন্য কাঁদিবার প্রাণ ; এই 'আমি'র সীমাকে আরও বাড়াইয়া দেওয়া যায়। যদি স্বীকার কর 'আমি'কে এই রকমে বাড়াইয়া বাড়াইয়া অনন্ত পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারা যায়, তবে তোমার সহিত আমার বস্তুত কোন অমিল নাই। অনন্তের সাথে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে 'আমি' তাহাই আমার সংজ্ঞা অনুসারে ভগবান। যদি বল, অনন্তের কথা তুমি জান না, তুমি জান সীমারই কথা, শুধু ঠিক কোথায় সে সীমা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পার না,—নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজনও নাই—তবে আমার উত্তর এটা হইতেছে তোমার প্রয়োগের ব্যবহারের কথা, তত্ত্বের দিক দিয়া Theoretically ন্যায়তঃ তুমি সেই রকম একটা অনন্তে না গিয়া থামিতে পার না। তুমি বলিবে, এ রকম একটা জিনিষ না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহাকে ভগবান নাম দেওয়া কেন? অনন্ত পর্য্যন্ত যদি আমিত্বের ধর্ম্মই বজায় রহিল, তবে ভগবানের দোহাই দেওয়ার অর্থ কি, নিজেই ত প্রত্যেকে নিজের বিধাতা?

কিন্তু কথাটি এই যে অনন্তে গিয়া 'আমি'র আমিত্বটুকু আর ঠিক বজায় থাকে না। 'আমি'কে যতদূর বাড়াইয়া চল না কেন, তাহা 'আমি'ই থাকে—কিন্তু তাহা যে মুহূর্ত্তে অনন্তে যাইয়া পড়ে তখন তাহাতে হয় একটা অনির্ব্বচনীয় রূপান্তর। তখন 'আমি'কে আর একান্ত 'আমি'ই বলা যায় না—তখন আমি ও তুমি, নিজ ও পরের পার্থক্যরেখা মুছিয়া যায়। আমির অনন্ত প্রসারকে ইচ্ছা করিলে আমি বলিতে পার, ইচ্ছা করিলে তুমিও বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার, আবার আমি-তুমিও বলিতে পার, তাহা নির্ভর করে দেখিবার ভঙ্গীর উপর।

ভক্ত যে—অর্থাৎ তুমি যাহাকে দুর্ব্বল বল—সে ঐ অনন্তকে দেখে তুমি ভাবে, জ্ঞানী যে সে তাহাকে দেখে আমি ভাবে, কর্ম্মী যে সে তাহাকে দেখে তুমি-আমি ভাবে। অনন্ত তাহা 'আমি'রই চরম বিকাশ ও পরিণতি হউক না কেন—তাহা আমার সীমাবদ্ধ অপরিণত 'আমি' নহে, ভক্ত এই কথার উপরই জোর দিতেছে। জ্ঞানী বলিতেছেন তাহা বর্ত্তমানের আমি না হইলেও তাহা আমিই, তিনি জোর দিতেছেন শেষ কথাটির উপর। কিন্তু জোর যিনি যেটির উপরই দেন না কেন, উভয়েরই মূল কথা এক—বর্ত্তমানের সসীম 'আমি'কে অতিক্রম করা।

অনন্ত হইতে ভগবান হইতে আমি যে শান্তি ও শক্তি পাই, তাহা যে একান্ত আমার পুরুষকারের ফল তাহা সত্য নহে, আবার তাহা যে পুরুষকারের ফল মোটেও নয় তাহাও ভুল। ক্ষুদ্র আমার বাহিরে উপরে বা ভিতরে আছে যে অনন্ত শান্তি ও শক্তি তাহা আমিই, আবার 'আমি-না'ও বটে। ইহা যদি বুঝিতে পারি তবে বুঝিব ভগবান শুধু দুর্ব্বলের বল নহেন, তিনি সকলেরই বল। মহাশক্তিমান পুরুষ যাঁহারা—এমন কি আসুরিক বিভূতি যাঁহারা, তাঁহারাও আমি-বোধের দ্বারা পরিচালিত হইতে হইতেই একটা 'আমি-না' বোধের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন। নেপোলিয়নও এই রকম একটা কিছু অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন তাঁহার star বা destiny। অল্পবলে যাহারা বলীয়ান তাহারাই নিজেকে—সসীম অহংকে—সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে—বিশ্বাস করে না ঠিক, জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে চায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলের বল

ভক্তের ভাবে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িতে পারে, 'তুমি'কে একেবারে 'আমি-না' করিতে করিতে 'আমি'র উপর অশ্রদ্ধা আসিতে পারে, আর শেষে 'আমি'র উপর অশ্রদ্ধার ফলে 'তুমি'ও অশ্রদ্ধার বস্তু হইয়া পড়ে—'আমি' দুর্ব্বল হইলে, 'তুমি'ও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু জ্ঞানীর ভাবে আবার আসিয়া পড়ে দাম্ভিকতা। 'আমি'র উপর জোর দিতে গিয়া ছোট আমির উপরই জোর আসিয়া পড়ে। বিপদ সব পথেই—সাবধান হইয়া চলিতে হইবে সব পথেই। এক-দিকে ক্লীবত্ব আর একদিকে অসুরত্ব এই দুই বিভীষিকার মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে দেবত্বের সূক্ষ্ম পথখানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণ-ত্রয়

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,

ধর্ম্মসাধনার জন্য এই তিনটি জিনিষ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চাই তিনটি আশ্রয়। প্রথমে যিনি বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি সিদ্ধ, সুতরাং সাধকের যিনি পথ-প্রদর্শক। তারপর চাই ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধনার একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উপায়। আর চাই সঙ্ঘ অর্থাৎ একটি মণ্ডলী, একদল সাধক যাহারা এই একজনকে অনুসরণ করিয়া, এক নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিয়াছে। গুরু, মত ও মঠ—এই তিনটি জিনিষ ভারতবাসী খুব ভাল করিয়াই জানে, আশৈশব শুনিয়া আসিয়াছি অধ্যাত্মসাধনায় যাহারা ব্রতী তাঁহাদের এই তিনটি অবলম্বন ছাড়া আর গতি নাই, সিদ্ধি যদি লাভ করিতে হয় তবে তাহা কেবল ইহাদিগেরই সহায়ে সম্ভব।

কিন্তু, কেন? প্রথমে গুরু। গুরুর প্রয়োজন কি? গুরু চাই পথ দেখাইবার জন্য, শুধু দেখান নয় সেই পথে আপন শক্তিতে সাধককে চালাইয়া লইবার জন্য। কারণ, যে সাধনা করিতে চায় বা আরম্ভ করিয়াছে মাত্র সে ত অন্ধ দুর্ব্বল, তাহার ত একটা সহায় অবলম্বন চাইই। মানুষ ধর্ম্মজীবনের, ভিতরের জগতের সংবাদ কিছুই রাখে না, রাখিবার ইচ্ছাও তাহার তেমন নাই। গুরু তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহনস্পর্শে সেই মানুষের মধ্যে এই নব স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসুর সাধকের পদে উঠাইয়া ধরিতেছেন। তারপর যখন কঠিন সমস্যা সব উঠিতেছে, দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার যখন সম্ভাবনা, গুরুই তখন জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তাহার সম্মুখে ধরিয়াছেন, সাধক নিঃসন্দেহে আবার অগ্রসর হইয়াছে। অথবা অনিচ্ছা অবসাদ যখন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, অকস্মাৎ কোন বাধা কোন বিভীষিকায় মন প্রাণ যখন মুহ্যমান তখনই গুরুর কণ্ঠস্বর—ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ—সাধকের অন্তরাত্মায় নূতন তেজ জ্বালিয়া দিয়াছে, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বীরদর্পে আবার সে চলিয়াছে।

এ সমস্তই আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আবার অন্যদিকও আছে। এক দিকে গুরু জিনিষটি যেমন সহায় ও উপকারী অন্যদিকে তেমনি প্রতিবন্ধক ও অপকারী হইয়াও উঠিতে পারে। কারণ সাধনা কিছু বাহির হইতে দিবার জিনিষ নয়, প্রকৃত সাধনা তাহাই যাহা সাধকের নিজের অন্তরাত্মা হইতে ফুটিয়া উঠে। পরের দেওয়া সাধনা হইতেছে আমার হইতে দূরের বাহিরের আমার সাথে স্বাভাবিক কোন মিল নাই এমন একটা মানদণ্ডের সাথে জোর করিয়া খাপ খাওয়াইয়া চলিবার চেষ্টা। এ রকম করিয়া মানুষের আপন নিগূঢ় প্রতিভা খেলিয়া উঠে না। গুরুর অতিমাত্র প্রভাবে সাধকের অন্তঃস্থিত দেবতা জাগিয়া উঠে না, যে জিনিষটি সেখানে গড়িয়া উঠে তাহা গুরুরই ছায়া মাত্র। সেখানে যে একটি নূতন জীব প্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এই ছায়ার তলে পড়িয়া তাহা আর মাথা তুলিতে পারে না। গুরু যদি আমার পদে পদে হাত ধরিয়া চলিলেন, তবে হয়ত আমি কখন হোঁচট খাইয়া পড়িব না, কিন্তু তাহাতে আমার শক্তি বাড়িবে কি? তিনি যখন ছাড়িয়া দিবেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার প্রভাব যেই সরিয়া যাইবে অমনিই না আমার পতন হইবে! প্রকৃতপক্ষে ঠেকিয়া যে জিনিষ দেখা হয় নাই, ভিতরের একটা প্রয়োজনের বশে যাহা আঁকড়িয়া ধরি নাই, নিজে যাহা আহরণ করি নাই তাহা কখন চিরকালের পাওয়া জিনিষ হইয়া উঠে না, তাহার মূল্যও আমরা বুঝি না। সহজে যাহা পাই তাহা সহজেই হারাই। সাধনা চিরকালই ব্যক্তিগত সাধনা। নিজের শক্তিতে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতেই শক্তি বাড়িয়া উঠে, আর এই উপায়ে যতটুকু শক্তি সাধক পায় তাহাই তাহার খাঁটি শক্তি—অন্ধকারের মধ্যে যে যত বেশী এদিক ওদিক করিয়া হাতড়িয়া চলে তাহার জ্ঞানও তত বিচিত্র তত মহীয়ান্ হইয়া উঠে। বিপথে বা অপথে চলিবার ভয় রাখিলে চলিবে না। বিপথে অপথে চলিবার যাহার স্বাধীনতা আছে, সে-ই প্রকৃত সুপথ খুঁজিয়া পায়।

গুরুর প্রয়োজন নাই। আদর্শ যদি চাও, সাধনার ইঙ্গিত যদি চাও, তবে সে সব রহিয়াছে তোমার ভিতরেই। দীক্ষা লইতে হয়, লও তাহা নিজেরই কাছে—ইহার অপেক্ষা বড় দীক্ষা আর নাই। তোমার ভিতরে আছেন যে অন্তর্য্যামী পুরুষ, তাঁহার অপেক্ষা বড় আবার কোন্ মানুষ? যদি গুরুর নিতান্তই প্রয়োজন অনুভব কর, তবে জানিও সে গুরু রহিয়াছেন তোমার ভিতরে—স্বয়ং ভগবান তিনি। তোমার কি অভাব, তিনি যেমন পূরণ করিবেন আর কেহ তাহা পারিবে না, তোমার মঙ্গল কোথায় তাঁহার অপেক্ষা আর কেউ ভাল জানে না। পদস্খলনের, বিপথে অপথে চলিবার, বৃথা কালহরণের ভয় করিও না। তোমার অন্তরের সত্তা তোমার ভাগবত পুরুষ যদি চলিতে চাহেন এই ভাবে, তাহার কারণ ইহাতেই তাঁহার তোমার পূর্ণতর সার্থকতা। তবুও আপনার বাহিরে যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাও তোমার সাধনার একটা আশ্রয় কিছু, তাহারও অভাব নাই। সে রকম আশ্রয় যথাতথা পাইবে। তরুলতার মর্ম্মর শব্দে, জীবজন্তুর চাহনিতে, শিশুর কণ্ঠে, তোমার চারিপাশের বন্ধুজনের মুখেই পাইবে সাধনার কত ইঙ্গিত। কোন্ সাধকের না ছিল বত্রিশজন গুরু ? বত্রিশ কেন, সহস্র গুরু রহিয়াছে—কিন্তু সে সকল গুরুকে সম্যক্ চিনিবে যখন তুমি চিনিয়াছ তোমার ভিতরের গুরুকে। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুরু সে স্বয়ং নিজে।

আর ধর্ম্মও কোন বিশেষ মতবাদ নয়, কোন বিশেষ অনুষ্ঠানও কিছু নয়। ধর্ম্ম হইতেছে তাহাই যাহা মানুষের সমস্তখানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জীবনকে কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছাঁচের মধ্যে জোর করিয়া পুরিয়া দিয়া নয়, বা কাটিয়া ছাটিয়া তাহার একটা অঙ্গ লইয়া ব্যাপৃত থাকা নয়—কিন্তু সমগ্র জীবনকে উদার উন্মুক্ত বহুবিচিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিতে দেয় যাহা, মানুষের সেই অন্তরাত্মার ডাক, তাহার যে ভাগবত প্রতিভা উহাই হইতেছে ধর্ম্ম। সাধনার লক্ষ্য বিশেষ একটা জিনিষ পাওয়া নয়, সাধনার লক্ষ্য আপনার আপনটি হওয়া, ভিতরের দেবতাকে জাগাইয়া তোলা। সুতরাং ইহার উপায়ও কোন বিশেষ পন্থা, কোন ধরাবাঁধা প্রক্রিয়া কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষই চলিবে আপন আপন পথে, নিজেরই ভিতরে খুঁজিয়া লইবে তাহার পক্ষে কি প্রয়োজন। প্রত্যেক জীবের মধ্য দিয়াই ভগবান আপনাকে নূতন আদর্শে নূতন পথে চালাইয়া লইয়াছেন, আপনাকে বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। মানুষ যখন এই আপনার লক্ষ্য আপনার পথ আপনার ভাবটি ধরিতে পায় তখনই সকলের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়—আর যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব মিলন তাহা বাহিরের, ক্ষণিকের, তাহা কৃত্রিম। এক মতের মধ্যে সকল মানুষকে ঢালিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বরং মানুষ যাহাতে বহু মত সৃষ্টি করিয়া চলে তাহাই করা উচিত। মতের যদি কিছু ঐক্য প্রয়োজন হয় তবে তাহা হইতেছে এই—চাই প্রত্যেকের ভাগবত মত। একদিকে উহা ব্যক্তিগত অহঙ্কারের প্রাণের মতামত নয়, অন্যদিকে তেমন উহা কোন গোষ্ঠীরও মতামত নয়।

সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া মানুষ চলিবে যদৃচ্ছভাবে, তবেই সে এই নিগূঢ় ধর্ম্মকে খুঁজিয়া পাইবে। স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইবে এ আশঙ্কা করিও না। যতদূর পার অন্তরাত্মার রাশকে ছাড়িয়া দাও—তবেই না সে বুঝিতে পারিবে তাহার মধ্যে কত বিচিত্র প্রতিভা লুকাইয়া আছে। মানুষ যতই উধাও হইয়া চলিয়া যাউক না, বিপথে অপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলুক না, আপনার আত্মাকে সে কখন ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। আর যাহাকে তুমি বলিতেছ অথবা পরে যাহাকে বলিবে বিপথ বা অপথ, অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণের পক্ষে তাহা যে সুপথই নয়, তাহারই কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—জগতে বিশেষ বিশেষ যত রকম ধর্ম্ম বা সাধনপন্থা সে সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মামেকং শরণং ব্রজ, শরণ লও তাঁহার যিনি তোমার মধ্যে তোমার অন্তর্য্যামী পুরুষ।

তারপর সঙ্ঘের কথা। সঙ্ঘ অর্থাৎ আশ্রম বা মঠ ধর্ম্মজীবনের মধ্যে এক অদ্ভুত সৃষ্টি। যে কয়েকটি লোক আমার মতে মত দেয় বা দিতে পারে, তাহাদিগকে লইয়া একই গড্ডালিকা ধারায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য, জগতের উদার জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে গণ্ডীবদ্ধ অচল করিয়া তুলিবার জন্যই এই জিনিষটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি। সাধকদলের মধ্যে একটা ঐক্য চাই, কিন্তু তাহার অর্থ এমন নয় যে সকলকে একই খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে হইবে। মানুষের অপেক্ষা যখন আমরা প্রতিষ্ঠানকে বড় করিয়া দেখি, তখন প্রাণের পরিবর্ত্তে চাহিতেছি দেহ—ফলে, মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লইতেছি। মানুষের মধ্যে জীবনকে শক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে—সে জন্য চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। কোন সম্প্রদায়ের সর্ব্বগ্রাসী ছায়ার নীচে মানুষের অন্তরাত্মা আপনার সহজ সরল তেজ লইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সঙ্ঘ তিষ্ঠিতে পারে কতকগুলি নিয়ম কতকগুলি বিধিনিষেধের উপর ভর করিয়া। কিন্তু একই রকমের আইনকানুনের মধ্যে সকলের প্রাণকে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা কি এক রকম হত্যাকাণ্ডই নয়?

কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্বমানবই হইতেছে প্রকৃত সঙ্ঘ। সমস্ত জীবন ধর্ম্মের ক্ষেত্র, ভগবান স্বয়ং যখন সেই ধর্ম্মাধিপতি তখন কোন্ সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিব? সঙ্ঘ বা মঠ গড়িয়া তুলিতে হয়, তুলিতে হইবে প্রত্যেক মানুষের প্রাণের মধ্যে, সমস্ত পৃথিবী তাহার ভিত্তি, অসীম গগন তাহার মণ্ডপ, ইহার কোলে প্রত্যেক মানুষ আপন ইচ্ছামত, আপন স্বধর্ম্মে, ভগবানের প্রেরণায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবে। বলিবে—এই বিশ্বের সঙ্ঘেরও জন্য চাই একটি কেন্দ্র, যেখান হইতে শক্তি ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, ইহারই বা প্রয়োজন কি? জগৎ কি একটিমাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে? আমার মনে হয় অগণিত কেন্দ্রকে বেড়িয়া জগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়াছে। সেই রকম, প্রত্যেক মানুষই এক একটি কেন্দ্র; ছোট হউক বড় হউক, অল্প শক্তিরই হউক আর বেশী শক্তিরই হউক, প্রত্যেক মানুষকেই এই বিশ্বসঙ্ঘের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection; Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন্দ্র হইতে হইবে—তোমাকেও কোন বিশেষ গণ্ডীর কেন্দ্র নয়, কিন্তু এই উদারতর বৃহত্তর—এই অসীম চক্রবালেরই নাভি হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

গুরুর শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। কিন্তু গুরু কে? স্বয়ং ভগবান। ধর্ম্ম কি? ভাগবত এষণা। সঙ্ঘ কোথায়? বিশ্বসৃষ্টি।

দেব-বাণী

কেবল অসীমের সম্মুখে যখন দাঁড়াই, তখনই দেখি আমরা সকলে সমান।

অসীম সত্তাটি হইয়া উঠিতে, অসীম সত্তার অনন্ত জীবনলীলায় যোগ দেওয়াতে তোমার যে শ্রেয়, তার কাছে তোমার সকল প্রেয়ই বা কি, হেয়ই বা কি?

* * *

অসীমকে বুঝা—দর্শনের চেষ্টা।

অসীমকে পূজা করা—ধর্ম্মের লক্ষ্য।

অসীমকে আলিঙ্গন করা—শ্রদ্ধার সামর্থ্য।

* * *

অসীমকে যত বৃহৎ মনে করি, তত বৃহৎ তাহা নয়। অসীম কোন জায়গা জুড়িয়া নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসীম বাহিরে নহে, ভিতরে।

প্রত্যেক সত্তার মধ্যে আছে সমস্ত অসীম।

*　　*　　*

আত্মবিস্মৃত যে অসীম তাহাই আমি।

'আমি' হইতেছে বিস্মৃতির অসীমতা, কারণ তাহা অসীমেরই বিস্মৃতি।

'আমি', সকলের এই একই নাম, সকলের মধ্যে যে এক তারই নাম।

*　　*　　*

ব্রহ্মাণ্ডসমূহ অসীমের স্বপ্ন।

অসীম সম্ভাবনা হইতে আসিয়াছে যে ভিক্ষামুষ্ঠি তাহাই বাস্তব।

অসীমই চালাইয়া লইয়াছে অণুকে।

*　　*　　*

কামনারাজি যে অসীম প্রকাশকে আপন আপন ছাঁচে ঢালিয়া বিকৃত করিয়া লইতেছে তাহাই সৃষ্টি।

জড় হইতেছে আত্মার সুপ্তি—নিদ্রাবস্থায় আত্মার যে রূপ।

জড় কেবল বদ্ধকেই আবদ্ধ করে।

*　　*　　*

পৃথিবী মানুষকে স্বর্গ হইতে পৃথক করিতেছে না; মানুষই স্বর্গকে পৃথিবী হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

দেহ মানুষকে স্বর্গের আনন্দ হইতে পৃথক করিতেছে না, পৃথক করিয়া দিতেছে মানুষেরই নিজের অহঙ্কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-মূৰ্ত্তি

মা আমার মহিষমর্দ্দিনী। জগতের, জীবনের গোড়ায় রহিয়াছে একটা অজ্ঞান পশু-শক্তি। এই শক্তি অন্ধ আবেগে আপন পথে একরোখা চলিয়াছে এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির আদি, আদিম তামস রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের শরীর প্রতিষ্ঠানের ভিত বাঁধিয়া দিয়াছে এই পাশব-শক্তি। মহাশক্তির এই হইতেছে নিম্নতম বিকাশ। কিন্তু সৃষ্টির সার্থকতা, সৃষ্টির গতিই হইতেছে নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে চলা, তমঃ হইতে জ্যোতি অজ্ঞান হইতে জ্ঞান মৃত্যু হইতে অমৃতকে ক্রমে প্রকটিত করা। তাই মহাশক্তির খড়্গ মহিষমূর্ত্তি অন্ধতম তামস শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দিতেছে। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে রাজসিক আসুরিক শক্তি—অহঙ্কারের, অর্দ্ধজ্ঞানের শক্তি। ইহাই হইতেছে সৃষ্টির দ্বিতীয় ক্রম, পাশব প্রাকৃত শক্তির উপরে দেখা দিল আমি বোধ, আমাকে বাঁচাবার বাড়াইবার, সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার পিপাসা, আকাজ্ক্ষা। মানুষ প্রথমে ছিল প্রকৃতির দাস, প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত অজ্ঞান যন্ত্র মাত্র—এখন তাহার মধ্যে জাগিল আত্মকর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করিবার বুভুক্ষা। প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রিত শারীর প্রতিষ্ঠান হইতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইল মন-শক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রাণময় প্রতিষ্ঠানে। নিবিড় আঁধারের মধ্যে যখন চরম জ্যোতির লেখা আসিয়া পড়িল, সেখানে প্রথমে সৃষ্টি হইল একটা আলোআঁধারের মধ্য জগৎ। মানুষ পশুকে অতিক্রম করিল, কিন্তু হইয়া পড়িল অসুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অসুরকেও ধ্বংস করিতে হইবে ; তাই মায়ের বর্শাফলক আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বুকের উপর। এই আসুরিক শক্তির বিনাশেই দিব্যশক্তির আবির্ভাব। সে দিব্যশক্তির স্বরূপ কি? মায়ের চিন্ময় গর্ভ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া বিকশিত যে শক্তি—সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয়, গণপতি। পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শ্রী, পূর্ণ বীর্য্য, পূর্ণ সিদ্ধি। মা আমার দশভূজা। তাঁহার দশ বাহু দশ দিক ঘিরিয়া আছে—তাঁহার মধ্যে অখণ্ড অনন্ত স্থান পাইয়াছে। অহঙ্কারের আসুরিক খণ্ড চেতনায় নহে, মানুষকে আরও উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে অনন্ত চেতনার মধ্যে। আদ্যাশক্তির দশ প্রহরণে দশ দিকের অজ্ঞানতা, সীমাবদ্ধতা কাটিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। অসুরের আত্মপ্রত্যয়বিধৃত যে বুদ্ধিগত জ্ঞান তাহার পরিবর্ত্তে অটুট অবাধগতি—সারস্বত জ্ঞান, তুরীয় সত্য, 'ধ্রুবা নীতি'। মানুষ জীবনকে অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে প্রাচুর্য্যে ভরপুর করিয়া তুলিবে, ছন্দে শৃঙ্খলায় তাহাকে সুসমঞ্জস করিয়া ধরিবে—তাই চাই শ্রী। মানুষ দুর্ব্বল অশক্ত হইবে না—অসুরের অতিরিক্ত আসুরিকতা ত শক্তির অভাবেরই পরিচায়ক—মানুষের প্রতি পদবিক্ষেপে ফুটিয়া উঠিবে বিজয় আর মানুষকে সর্ব্বরকমে ঘিরিয়া থাকিবে ঋদ্ধ সার্থকতা বিভূতি। "তত্র শ্রী র্বিজয়োভূতি ধ্রুবানীতি।"

এই যে দিব্য ঐশ্বর্য্য ইহার উৎস কোথায়? আদ্যাশক্তি মহাশক্তি কাহার শক্তি? মা আমার কাহাকে মাথায় করিয়া রহিয়াছে? দেবাদিদেব মহাদেব শিব, এই বিশ্বসৃষ্টির চরম প্রতিষ্ঠা। প্রশান্ত অদ্বৈত সত্তা, নির্ব্বিকার আনন্দঘন চেতনা—ইহাকেই আশ্রয় করিয়া, ইহারই ভিতর হইতে বিকশিত হইতেছে বিশ্বদেবতার জ্যোতির্ম্ময় শক্তিরাজী। জীব যেদিন তাহার শিবের নিকট নতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন করিবে, সেই দিন শিবশক্তি তাহার মধ্যে দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে দেখা দিবে। ব্রহ্মাণ্ডের অতীত যে হইয়া যাইতে পারিবে, সেই ব্রহ্মাণ্ডকে আবার নূতন করিয়া দিব্য সত্যে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

দেবশক্তি পাশবশক্তিকে, অসুরশক্তিকে নিগৃহীত করিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া দিব্যশক্তির মধ্যে পশুশক্তির স্থান যে নাই তাহা নয়। মৃন্ময়ীঘটে মা আমার চিন্ময়ী। এই পার্থিব প্রতিষ্ঠানেই মানুষের তুরীয় সম্পদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। তাই মা আমার সিংহবাহিনী। পৃথিবীর, দেহের শক্তির ধ্বংস নয় কিন্তু চাই তাহার রূপান্তর, তাহাকে জ্যোতিষ্মান করিয়া নূতন ছন্দে বাঁধিয়া তোলা। তাই মায়ের বাহন পশুরাজ হিরণ্যকেশর, শ্বেত শুভ্র কলেবর। এবং ইহাকেই সঙ্গে লইয়া মা মহিষাসুর বধে তৎপর। এই জন্যেই শিবের নিজেরও বাহন হইতেছে 'কৈলাসগৌর' বৃষরাজ।

এই যে প্রতিমা, ইহাই হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির অন্তরতম রহস্যের চিত্র, ইহাই সাধকের অন্তরের সাধনার চিত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

সাহিত্যিকা
রূপ ও রস
আধুনিকী
শিল্প কথা
রবীন্দ্রনাথ

মৃতের কথোপকথন

বাংলার প্রাণ
ভারতে হিন্দু ও মুসলমান
স্বরাজের পথে
বোলশেভিকী
ভাবী সমাজ
নারীর কথা

ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা
পূর্ণযোগ
চেতনার অবতরণ
আলোর পথে (দুই খণ্ডে)
এ-যুগের সাধনা (যন্ত্রস্থ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ

কর্ম্মযোগী (The Ideal of the Karmoyogin)
ভারতের নবজন্ম (The Renaissance in India)
মা (The Mother)
যোগ সাধনার ভিত্তি (The Bases of Yoga)
চিন্তা-কণা দৃষ্টি-নিমেষ (Thoughts and Glimpses)

ইংরাজী

The Yoga of Sri Aurobindo
(in five parts)
The Coming Race
The Malady of the Century
The Approach to Mysticism
Towards a New Society
Towards the Light (Aphorisms)
To the Heights (Prose Poems)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi